বহ্নিশিখা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

গ্রন্থপীঠ
১৪৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বিপ্লবী অনন্ত সিংহ

প্রিয়বরেষু

চরিত্র পরিচয় ঃ

বিলাস বিহারী	...	...	প্রখ্যাত দেশকর্মী
সুজন সিনহা	...	...	
অবনী রায়	...	...	এ্যাড্‌ভোকেট
প্রদ্যুৎ বোস	...	...	ঐ পালিত পুত্র এবং পুলিশ আফসার
জয়ন্ত সেন	...	...	ব্যারিষ্টার
প্রদীপ	...	...	সিনহার সহকারী যুবক
মনোহর চৌধুরী	...	...	পুলিস কমিশনার
আহম্মদ দুরানী	...	...	দুর্ধর্ষ চোরা কারবারী
গোকুল ঘোষ	...	..	সিনহার দক্ষিণ হস্ত
দিব্যেন্দু ঘোষাল	...	...	নিশান গড়ের কুমার বাহাদুর
ডাঃ চৌধুরী	...	...	অবনীর বাল্য বন্ধু ও ডাক্তার
স্যার ডি, এন .	...	...	উচ্চ পদস্থ কর্মচারী
মিঃ তরফদার	...	...	ব্যারিষ্টার
মিঃ চাকলাদার	...	...	ঐ
মিঃ রায়	...	...	পুলিশ অফিসার
গদাধর	...	...	অবনীর ভৃত্য,

কনষ্টেবল, রহমৎ, ওয়েটার প্রভৃতি

লতিকা	...	...	অবনীর স্ত্রী
কল্যানী	...	...	বিলাস বিহারীর স্ত্রী
বহ্নি	...	...	নাম গোত্রহীনা সিনহার পালিত
শিপ্রা	...	...	ঐ
ইভা ঘোষ	...	...	সিনহার সহকর্মিনী
আজুরী বাঈ	..	...	নর্তকী
মোক্ষদা	...	...	বহ্নির দাসী

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

॥ দৃশ্য ঃ এক ॥

[ব্লু মুন হোটেলের দোতলার নিভৃত একটি কক্ষ। হোটেলের মালিক স্বজন সিনহার একান্ত নিজস্ব প্রাইভেট রুম। ঘরটি মাঝারি আকারের। ঘরের এক পাশে দেওয়ালে একটি দেওয়াল আলমারি। একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার সামনে একটি রিভলভিং চেয়ার ছাড়াও আর একটি চেয়ার আছে। তার পাশে ছোট একটি ত্রিপয়। টেবিলের উপরে কাচ বসানো একটি চৌকো কালো বাক্স। তার পাশে টেলিফোন। টেবিলের উপরে কিছু ফাইল ও কাগজ পত্র। ঘরের দেওয়ালে পশ্চাতদিকে একটি বিরাট কুৎসিত দর্শনের ড্রাগনের মূর্তি আঁকা। একটি মাত্র দরজা দেখা যায়। দরজায় মাথায় একটি সাংকেতিক লাল বাল্ব ফিট করা। ঐ লাল আলোটা জ্বললেই বোঝা যাবে কেউ ঘরে প্রবেশ প্রার্থী। দেওয়ালে ড্রাগনটী যেখানে আঁকা আছে, তার পশ্চাতে একটি গুপ্ত দরজা আছে। ঘরের এক কোণে একটি টুপি ও জামা ঝোলাবার ষ্ট্যাণ্ড। তারই মাথায় দেওয়ালে একটি গোল ঘড়ি। রাত দুটো বাজে।

যবনিকা উত্তোলিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিয়ানোতে একটা ইংরাজী বাজনা বাজতে থাকবে। পাইপ মুখে মিঃ সিনহাকে রিভলভিং চেয়ারটাতে উপবিষ্ট। সামনে

একটা লেজার বুকে মনোযোগী দেখা যাবে। মিঃ সিনহা হৃষ্টপুষ্ট লম্বা চওড়া ব্যক্তি। পরিধানে কালো লংস, গায়ে ডবল কাপের সাদা সার্ট। গলায় লালের উপর কালো বুটি দেওয়া টাই। মাথার মাঝখানে সিঁথি করা, দুপাশের চুলে রীতিমত পাক ধরেছে। নাকটা ভোঁতা, চ্যাপটা। নীচের ঠোঁটটা অস্বাভাবিক রকমের পুরু ও মোটা, একটু ঝুলে পড়েছে। রোমশ জোড়া ভ্রু। চোখে কালো চশমা।]

[দপ দপ করে লাল আলোটা জ্বলে ওঠে ও সেই সঙ্গে কঁ কঁ করে একটা আওয়াজ শোনা যায়]

সিনহা। [লেদার থেকে মুখ না তুলেই] ইয়েস কাম ইন—

[নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করে ম্যানেজার গোকুল। লোকটার পিঠে সামান্য কুঁজ। মুখটা কুৎসিত, মাথায় কোঁকড়ানো কালো ঘন চুল। পরিধানে স্যুট]

গোকুল। আমাকে ডেকেছিলে?

সিনহা। হাঁ, বাজার কেমন? [নীচু হয়ে লিখতে লিখতে বলে]

গোকুল। লাল পানীর সেল হাজার পেরিয়ে গিয়েচে। ডাইসে ও খুব ভীড়।

সিনহা। O. K. রাত ঠিক আড়াইটেয় Panctually show close down করবে। কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করচি ব্লাড্ হাউণ্ডগুলো বড় বেশি যেন রাত্রে এই হোটেলের চারিপাশে ঘোরা ফিরা করচে।

গোকুল। ওঃ!

সিনহা। মিস ইভা এসেচে?

গোকুল। আজ্ঞে পাশের ঘরে wait করচে প্রায় আধঘণ্টা হবে।

সিনহা। ফিরে পাঠিয়ে দাও।

[গোকুল অতঃপর চলে যাচ্ছিল, সিনহা ডাকে]

হ্যাঁ শোন। যে জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম। হোটেল লেজারে দেখছিলাম গত মাসে তুমি একসঙ্গে দু হাজার টাকা draw করেছো—

গোকুল। হাঁ। তোমাকে জানাতে পারিনি, টাকাটার আমার প্রয়োজন ছিল।

সিনহা। [হঠাৎ চটে উঠে কঠিন কণ্ঠে] What do you mean প্রয়োজন ছিল। আমার বিনা অনুমতিতে হোটেলের ক্যাশ থেকে টাকা তোলবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ?

গোকুল। সুজন !

সিনহা। Listen গোকুল, এর আগে আরো দুবার তুমি আমার এখানকার নিয়ম ভঙ্গ করেচো, and I gave you warnings. আর কেবল তোমারই ক্ষেত্রে আমি আমার চিরাচরিত নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয়েচি। কারণ তুমি জানো, আমি একবারের বেশী কাউকেই warning দিই না। So remember this is my last and final warning to you. শেষবারের মতই তোমাকে আমি সাবধান করে দিলাম। যাও—

গোকুল। দেখ সুজন, এভাবে কথাটা যখন তুমি তুললেই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার।

সিনহা। শেয়ার!

গোকুল। হ্যাঁ, এই হোটেলের আমার প্রাপ্য শেয়ার থেকেই টাকাটা আমি—

সিনহা। [তীব্র চিৎকারে] শেয়ার !

গোকুল। হাঁ, আমার শেয়ার—

সিনহা। শেষ বারের মতই আবার তোমাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এ বিজনেসে এক কপর্দকও শেয়ার আজ আর তোমার নেই ?

গোকুল। শেয়ার আমার নেই ?

সিনহা। না—না—You have lost the claim of yours। আর সেটা হারিয়েচো, তুমি তোমার নিজেরই নির্বুদ্ধিতায়।

গোকুল। ও। তাহলে তুমি অতীতকে আজ অস্বীকার করতেই চাও। তা তো করবেই। এই যে দুনিয়ার নিয়ম। হাঁ, আমারই সেদিন ভুল হয়েছিল তোমার সঙ্গে কোন একটা লিখিত চুক্তি না করে নির্বোধের মত তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস করে—

সিনহা। [উঠে দাঁড়িয়ে] What! তোমার কাছ থেকে আমি যতটুকু নিয়েচি তার দ্বিগুণ মূল্যই আমি দিয়েছি। তুমি অকৃতজ্ঞ বেইমান—

গোকুল। কি বললে! আমি অকৃতজ্ঞ, আমি বেইমান!

সিনহা। নও? বিশ্বাস করে একদিন তোমার হাতে সমস্ত অধিকার আমি তুলে দিয়েছিলাম, আর তুমি সেই অধিকারকে নিয়ে, আমার অজ্ঞাতে আর একটা চোরা কারবার যেদিন ফেঁদে বসেছিলে— সেদিনই তোমাকে আমি গুলি করে মারতাম কিন্তু মারি নি কেন জানো ?

গোকুল। বলে ফেল। থামলে কেন ?

সিনহা। শুধু অতীতে তুমি একদিন আমার বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলে বলেই, সেদিন তোমাকে আমি ক্ষমা করেছিলাম। এখন দেখচি সেটা ভুলই করেছি। তারপর দুষ্টতম ব্যাধিতে যেদিন সর্বাঙ্গ তোমার বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল সেদিনও তোমাকে টান মেরে রাস্তার আবর্জনায় ফেলে দেওয়াই আমার উচিত ছিল কিন্তু দিই নি সেও ঐ একই কারণ—।

গোকুল। হুঁ। এই তাহলে তোমার শেষ কথা সুজন ?

সিনহা। Stop! Stop—your babling! সুজন! সুজন! তোমাকে না আমি এর আগেও বলে দিয়েচি, এখানকার সবাইয়ের মত তুমি আমাকে সিনহা বলেই ডাকবে। মনে রেখো এখানে আমার

ইভা। [মৃদু হেসে] পুরুষের আবার বয়স। যাক—শিপ্রা কিন্তু কিছুতেই আমাদের ইচ্ছা মেনে নিতে রাজী নয়—

সিনহা। রাজী নয় না বলো rather you don't know how to tackle that obstinate pup……

ইভা। ইদানিং তুমি শিপ্রাকে দেখোনি হয়তো, তাই ও কথা বলছো—

সিনহা। হুঁ—

[চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে করতে হঠাৎ পাইচারি থামিয়ে]

ঠিক আছে, পরশু রাত বারোটায় এখানে তাকে পাঠিয়ে দেবে। আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার ইভা।

[ইভা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সিনহা পাইচারি করে চলেন পূর্বের মতো। সহসা আবার লাল আলোটা দপ দপ করে জ্বলে উঠলো।]

কামইন।

[প্রদীপ এসে ঘরে ঢুকলো, চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হবে। স্মার্ট, সুন্দর, পরিধানে স্যুট]

প্রদীপ।

প্রদীপ। আমাকে ডেকেছিলেন মিঃ সিনহা ?

সিনহা। আগামী পরশু শনিবারের কাজের কথাটা মনে আছে তো ?

প্রদীপ। হঁ্যা, আপনি বলেছিলেন আর একজনও আমার সঙ্গে থাকবে।

সিনহা। হাঁ, বহ্নি···তাকে তুমি হয় তো এই হোটেলে আসতে যেতে দেখে থাকবে।

প্রদীপ। কার কথা আপনি ঠিক বলছেন বুঝতে পারছিনা। তবে একটি আশ্চর্য রকম সুন্দরী ও স্মার্ট মেয়েকে—

সিনহা। হাঁ, সেই বহ্নি। [একটু থেমে] হাঁ, বহ্নি সম্পর্কে তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি প্রদীপ ?

প্রদীপ। ~~মানে~~ মানে আপনি—

সিনহা। শোন প্রদীপ, বহ্নির ঐ বিশেষত্বের জন্যেই, আজ পর্যন্ত দলের কারো সঙ্গেই আমি তাকে কাজ করতে দিই নি! কারণ জীবনে ঋষি বাক্যের অনেক কথাই আমার কাছে অর্থহীন হলেও ~~করলেও~~ ঘৃত ও অগ্নির ব্যাপারটা আমি এতটুকুও অত্যুক্তি বলে মনে করি না।

প্রদীপ। আপনি তো জানেন কামিনী ও কাঞ্চনের মধ্যে আমি কাঞ্চনকেই জীবনে বেশী প্রাধান্য দিয়েছি—

সিন্‌হা। বুদ্ধিমান তুমি, তাই যে পথে পিছলবার বেশী সম্ভাবনা সে পথকে এড়িয়ে গিয়েছো। যাক্—[হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে] বহ্নি এখনি আমার এ ঘরে আসবে। তুমি পাশের ঘরেই থাকবে। তার সঙ্গে তোমাকে আজই introduce করে দেবো। তারপর আমার প্ল্যানটা তুমিই তাকে বুঝিয়ে দেবে। ~~যাও~~—

[প্রদীপ নিঃশব্দে চলে গেল। সিনহা পাইপটা ধরায়। আবার লাল আলো জ্বলে উঠলো]

কাম ইন্—

[অপরূপা সুন্দরী একটি ২২।২৩ বছরের তরুণী সর্বাঙ্গে লাল বেশ, সাপের মত দুটি বেণী বক্ষের 'পরে লম্বমান। হাতে বটুয়া ঘরে এসে ঢুকলো]

বহ্নি। আমাকে ডেকেছিলেন?

সিনহা। হাঁ বোস বহ্নি [বহ্নি চেয়ারে বসলো] একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে ডেকেছিলাম, মাসখানেক আগে স্যার ডি, এন, ঠাকুরদাস জুয়েলারী থেকে, একটা পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের বেলজীয়ান হীরার নেকলেস কিনে, তার স্ত্রী লেডি মীনু ব্যানার্জীকে তার বার্থডের উৎসবে প্রেজেণ্ট দেন।

[কথাগুলো বলতে বলতে মিঃ সিনহা পাইচারি

[করছিলেন, বহ্নি চুপচাপ বসে। হঠাৎ পাইচারি থামিয়ে বহ্নির মুখের দিকে চেয়ে বলেন]

শুনছো ?

বহ্নি। শুনছি।

সিনহা। আগামী শনিবার, মানে পরশু, স্যার ডি, এন, এর নতুন পদ মন্ত্রীত্ব লাভের জন্য তাকে একটা পার্টি দেওয়া হচ্ছে ওঙ্কারমল শেঠ মলের দমদমার বাগান বাড়িতে। এবং লেডি ব্যানার্জীকে যতদূর জানি, সেই অহংকারী showy মহিলা নিশ্চয়ই সেদিন পার্টিতে ঐ নেকলেসটি গলায় ঝুলিয়ে যাবেন so you understand what I mean !

[বহ্নি নির্বাক হয়ে বসে থাকে কোন সাড়াই দেয় না]

চুপ চাপ বসে আছো যে বহ্নি !...

বহ্নি। [মৃদুকণ্ঠে] আমি ! [illegible]—

সিনহা। Yes !

বহ্নি। বলছিলাম এ কাজের ভারটা যদি আর কাউকে দেন—

সিনহা। বহ্নি।

বহ্নি। [illegible], মানে আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই—

সিনহা। ছুটি ! তুমি কি জানো না আমার কাছে ছুটি মানেই—eternal rest ! [একটু থেমে] আশা করি তুমি ভুলে যাওনি how you are indebted to me !

বহ্নি। না মিঃ সিনহা, আপনার ঋণ আমি কোনদিনই ভুলিনি আর ভুলবোও না—আপনি যে আমাকে একদিন, নাম গোত্র পরিচয়হীন, গৃহহীন একটি পথের মেয়েকে খাইয়ে, পরিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যে—

সিনহা। [illegible] তবে তুমি ছুটি চাও কেন ?

বহ্নি। কিন্তু মানুষের কি ছুটির প্রয়োজন হয়না মিঃ সিনহা, তা ছাড়া আজ

পর্যন্ত আমি কি কখনো আপনার কোন নির্দেশ পালনে অবহেলা করেছি? ন্যায় অন্যায়ের কোন বিচার না করে—

সিনহা। আমিও তা অস্বীকার করি না—! শোন বহ্নি। গত কয়েক মাস ধরেই আমি লক্ষ্য করেছি, প্রদ্যুৎ বোসের সঙ্গে তোমার যেন একটা ঘনিষ্ঠতা—কিন্তু তুমি জানো তার সত্য পরিচয়।

বহ্নি। হ্যাঁ; মিঃ বোসের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নয় তবে আলাপ হয়েছে বটে এবং আপনি যা ভাবচেন তাও সত্য নয় মিঃ সিনহা।

সিনহা। সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটা কথা তুমি মনে রেখো, প্রেমের বিলাসিতার জন্য তোমার জীবন নয়। আর প্রদ্যুৎ বোসের সত্য পরিচয়টাও তোমার জানা দরকার। ক্যালকাটা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সে একজন অফিসার।

বহ্নি। [চমকে] কি বলছেন?

সিনহা। হ্যাঁ তাই! [একটু থেমে] তোমার ছুটির প্রয়োজন তোমাকে আমি দেবো, কিন্তু পরশুর কাজটা হাসিল করার পর!...

[বহ্নি চুপ করেই থাকে আবার]

শোন যা বলছিলাম। পরশু ঐ বাগান পার্টিতে তুমিও একজন invited guest হয়ে যাবে। অবিশ্যি যাবে নিশান গড়ের কুমার বাহাদুর দিব্যেন্দু ঘোষালের একমাত্র ভগ্নি ইন্দুমতী ঘোষাল এই পরিচয়ে।

[বলতে বলতে ড্রাগনের মূর্তির দিকে এগিয়ে গিয়ে দেওয়াল বোতাম টিপে তার অন্তরালে গুপ্ত দ্বার পথটি খুলতেই প্রদীপ কক্ষে প্রবেশ করে]

প্রদীপ। এই বহ্নি শিখা, আর বহ্নি, ও প্রদীপ। তুমি ওকে নিয়ে পাশের ঘরে যাও এবং আমার planটা ওকে বুঝিয়ে দাও। যাও বহ্নি।...

[বহ্নি ও প্রদীপ অতঃপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বের

হয়ে যায়। সিনহা আবার পাইপ মুখে পায়চারি করতে থাকেন। আবার লাল আলোটা জলে উঠলো।]

কাম ইন্—

[ব্যারিষ্টার সেন মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে ঘরে প্রবেশ করলো। মাথার চুল রুক্ষ, পরিধানে স্ল্যাক, কাঁধের উপর কোটটা ঝুলছে, গলার টাইটার নটটা লুজ]

সেন। Out, out brief candle,
Life's but a walking shadow a poor player,
That struts and frets his hour
upon the stage.

তারপর মাই ডিয়ার ম্যাকবেথ what's the news sir,…এত জরুরী তলব।

সিনহা। এসো, এসো সেন সাহেব।

[সিনহা অতঃপর আলমারি খুলে একটা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের বোতল ও গ্লাস বের করে এনে সেনের সামনে ত্রিপয়টার উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে]

here you are :

সেন। [বোতলটা হাতে তুলে দেখে] আঃ liqueur। কিন্তু ব্যাপার কি ম্যাকবেথ, এ যে মেঘ না চাইতেই জল!

এত পুরস্কার এত প্রলোভন
হে কেশব! ইষ্ট মোর কোনদিন
ধরেনি সম্মুখে—

[তারপর হৃষ্টমনে মদ ঢালতে ঢালতে]

কিন্তু সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি বলতো ম্যাকবেথ! তুমি, after

all, তুমি আমাকে নিজে হাতে drink offer করছো! তোমার সেই সারমন কি হোল? touch not, smell not, drink not —anything that intoxicates!

সিনহা। সে কথা আমার তুমি শোন কই ব্যারিষ্টার—

সেন। [মদের গ্লাসে দীর্ঘ একটা আরাম সূচক চুমুক দিয়ে] বলেচি তো তোমাকে বহুবার ম্যাকবেথ, মা ভৈষি! চারিত্রিক দৌর্বল্যে, অসংযমে, লাম্পট্যে বা কেবল মাত্র নেশায় যারা মদ্যপান করে থা: তাদের দলে আমি নই। আমি মদ্য পান করি মদকে আমি, ভালবাসি। yes! I like liqueur and liqueur likes me.

[বলতে বলতে গ্লাসটা চোখের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে]

তরল গরল নহো, নহো তুমি সুরা,
তুমি সুধা অভাগা জনের। তোমার চুম্বনে
শত প্রেয়সীর ওষ্ঠ সুধা

সিনহা। [মৃদু হেসে] আচ্ছা সেন, সমস্ত দিনে রাত্রে কত তুমি মদ্যপান করো?

সেন। I fill the glass and it becomes empty, again I refill it and again it becomes empty—till the sun goes down and reappears again in the horizon যাক্ সে তুমি বুঝবেনা! এ রসে বঞ্চিত তুমি অভাগা গোবিন্দ দাস। কিন্তু why such an urgent call! কেন এ তড়িৎ আবাহন এ অভাগা জনে?

সিনহা। সেন!

সেন। Yes my lord!

সিনহা। সোমনাথের কোন সংবাদ জানো?

সেন। Ah! then it is that! সোমনাথ-সংবাদ!...কিন্তু ম্যাকবেথ, আমার চাইতে তার সংবাদ তো তোমারই বেশী জানার কথা!

সিনহা। কি রকম!

সেন। রহস্যের মেঘনাদ তুমি, তুমি জানো না সোমনাথ-রহস্য, শুধচ্ছো আমায় ?

সিনহা। তোমার বন্ধু তোমার ওখানে নিত্য যাতায়াত করে।

সেন। No my dear ম্যাকবেথ, you made a mistake! সেনের কোন বন্ধু নেই এ জগতে। একাই এসেচি ভবে, একাই যাবো চলে, কিন্তু তোমার ১৩ নম্বরের আহম্মদ দুরানী কি বলে ?

সিনহা। [চমকে] আহম্মদ দুরানী—

সেন। চমকে উঠলে যেন। [মৃদু হেসে] না, না ম্যাকবেথ সেন মগুপ, বাউণ্ডুলে, তবে নীতি বিবর্জিত নয়। তা ছাড়া সংবাদ কেনা বেচাও তার ব্যবসা নয়।

সিনহা। না—না, তা নয়। বলছিলাম—

সেন। তোমার এখানে যখন যাতায়াত করি অবিশ্যিই তোমার ঐ ধরনের সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যি সত্যি কেন তোমার এই নিশিরাতের পান্থশালায় প্রতি রাত্রে আমাকে টেনে নিয়ে আসে জানো ?

সিনহা। কেন ?

সেন। তোমার এখানে যারা এসে ভীড় করে রাতের পর রাত, তাদের study করতে।

সিনহা। Study করতে— ?

সেন। আমারই মতো তারাও কি একটা অন্ধ গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরে মরছে না আরো কিছু আকর্ষণ আছে তাদের—

সিনহা। আছে হয়তো !

সেন। [একটু ভেবে] তাই তো তোমাকে মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন করতে মন চায় ম্যাকবেথ !

সিনহা। প্রশ্ন ?

সেন। হাঁ! [একটু থেমে] কি জানো ম্যাকবেথ, সম্যক উপলব্ধি না

হলেও এটা বুঝতে পারি অন্ততঃ একটি বিরাট কারবার তুমি ফেঁদে বসেছো—

সিনহা। ব্যারিষ্টার?

সেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি তো জানো ম্যাকবেথ, নেশায় রাঙা হয়ে থাকলেও দু চোখের দৃষ্টিটা আমার স্বচ্ছই থাকে। অবশ্য so called বিবেক বা morality-র slogan তোমার কাছে আমি তুলবো না। Yet I must say—এ পথ ছাড়া কি আর কোন পথ ছিল না? বুদ্ধিমান তুমি, শক্তিমান, তাই কি মনে হয় জানো?

সিনহা। কি?

সেন। কথাটা তো তোমার না জানার কথা নয় যে Crime does never pay।

সিনহা। Crime! কাকে তুমি Crime বলো সেন?

সেন। Do you mean to say—

সিনহা। [বাধা দিয়ে] হাঁ—হাঁ, crime, honesty, পাপ-পুণ্য সততা, তোমাদের তৈরী অভিধানের ঐ সব শেখানো গালভরা বুলিগুলো do they carry any sense at all!

সেন। কিন্তু—

সিনহা। না—না, মিথ্যে অর্থহীন ওগুলো! সুদূর অতীতের কোন পাগল সমাজ সংস্কারকের স্বপ্ন মাত্র।

সেন। Still I should say ম্যাকবেথ, crime is crime! আর এই crime যারা করে they are criminals! এবং দেশে সমাজে, মানুষের মধ্যে আইন যতদিন থাকবে এই কথাই বলবে।

সিনহা। বলবে, না? তা বলবে বৈকি! কারণ তার জন্য দায়ী যে তোমরাই।

সেন। আমরা?

সিনহা। হাঁ—হাঁ, তোমরা। একটু আগে বলছিলে না মানুষ, সমাজ! হাঁ

তোমাদের সেই মানুষগুলো আর তাদের [illegible]; তোমাদের [illegible]—

সেন। ম্যাকবেথ—

সিনহা। [illegible]— তোমাদের আজকের সভ্যতার আকাশচুম্বী হাস্যকর দম্ভ, তোমাদের জুয়াচুরী আর ধাপ্পাবাজী, [illegible] আর [illegible], হিংসা আর সুসজ্জিত তোমাদের [illegible] নগরে নগরে লোভই সেই crime আর criminal-য়ের জন্ম দিয়েছে।

[সেন বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সিনহার দিকে]

[illegible] আর এও জেনো, আজ তোমাদেরই সৃষ্ট সেই 'ফ্রাংকেষ্টিন' তোমাদের গলা টিপে মারবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। পারবে না, পারবে না, আজ আর কোন অস্ত্র, কোন নীতি, তোমাদের কোন আইন দিয়েই তার সেই গতিকে রোধ করতে। You are doomed! you are destined to death!

সেন। [বিহ্বল কণ্ঠে] সিনহা—

সিনহা। হাঁ-হাঁ, crime, criminals—যদি সত্যিই বিচার করো তো দেখবে, সবাই from top-most to the lowest মন্ত্রীত্বের গদী থেকে মুদিখানায় দাঁড়িপাল্লা পর্যন্ত যাদের হাতে, সব চোর, লুঠেরা জোচ্চোর, সুবিধাবাদী all—all criminals! All—all are thieves!

সেন। [illegible]—তবু বলবো ম্যাকবেথ, তোমার ঐ বিকৃত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটাই আজকের শেষ ও চরম কথা নয়। জীবনের কোণে কোণে অন্ধকার চিরদিনই ছিল সেই সৃষ্টির আদিম যুগ থেকেই, আজো আছে আর থাকবেও। কিন্তু সেই অন্ধকারটাই জীবনের একমাত্র পরিচয় নয়। There was light, there is light, there will be light!

সিনহা। ~~তুমি ক্লীব~~, তুমি coward. তুমি ক্লীব, [একটু থেমে] হ্যাঁ, you are in fool's paradise! ওটা আলো নয় সেন—ওটা মরিচীকা—just a mirrage!

সেন। ~~Still~~—still I must say ম্যাকবেথ, এখনো—এখনো ফিরবার চেষ্টা করো, সামনে তোমার ভয়াবহ গভীর খাদ।

সিনহা। [হেসে ওঠে] হাঃ হাঃ—it is not your liqueur my dear! এ তোমায় ভীরুর আত্মবঞ্চনা নয় এ হচ্ছে দুঃসাহসীর আত্ম প্রতিষ্ঠা—সাম্রাধিকার—

সেন। [উঠে দাঁড়িয়ে] ~~Well~~—well, আচ্ছা adieu my lord! adieu!

[চলে যেতে যেতে]

Light more Light!

[মঞ্চ ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করে। অন্ধকার হয়ে যাবে। কেবল অন্ধকার থেকে সিনহার কণ্ঠস্বর তখনো ভেসে আসবে]

সিনহা। Criminals! all criminals!

॥ মঞ্চ ঘুরে গেল ॥

। দৃশ্য : দুই ॥

[মধ্য রাত্রি। 'ব্লু-মুন' হোটেলের পশ্চাতের নির্জন গলিপথ। গলিপথের শেষ প্রান্তে একটি বন্ধ দরজা দেখা যাচ্ছে। একটি মাত্র গ্যাস বাতি গলি পথটিকে স্বল্পালোকিত করে রেখেছে। বিচিত্র বেশভূষা পরিধানে ছেঁড়া প্যান্ট, ছেঁড়া একটা ঝুল কোট গায়ে,

পায়ে ছেঁড়া জুতা, একটা চোখ কানা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায়, একমুখ দাড়ি গোঁফ, মাথায় পুরাতন একটি ফেল্ট্ ক্যাপ। এই লোকটির নাম মনোহর চৌধুরী। ছদ্মবেশী পুলিশের বড় অফিসার। আপন মনে গ্যাস লাইটটার নীচে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছে। গ্যাস পোষ্টটার পাশেই একটা ব্যাফেল ওয়াল দেখা যায়। দূরে হোটেলটার দোতলায় আলো জ্বলছে দেখা যায়। লংস ও বুস কোট পরনে প্রদ্যুৎ বোস কে ব্যাফেল ওয়ালের পিছন থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে আসতে দেখা যায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রদ্যুৎ ছদ্মবেশী মনোহরকে নিরীক্ষণ করে। লোকটার কিন্তু কোন দিকেই লক্ষ্য নেই। আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে।]

প্রদ্যুৎ। কে বলতো তুমি ?

মনোহর। [বেহালা থামিয়ে মাথায় ছেঁড়া টুপীটা খুলে সামনে ধরে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে]
Poor blind ! Help Sir !—

প্রদ্যুৎ। বড় সদর রাস্তায় না গিয়ে এই নির্জন গলি পথে ভিক্ষে করতে এসেছে কেন ? এখানে কে তোমাকে ভিক্ষা দেবে ? তা ছাড়া এত রাত্রে ?

মনোহর। এলবার্ট বলেছিল মাঝ রাত্রে এই পথ দিয়ে অনেক বড় বড় ধনী লোকেরা নাকি যায় !

প্রদ্যুৎ। বড় ধনী লোকেরা এই পথ দিয়ে যায় ?

মনোহর। হ্যাঁ স্যার। রোজ রাত্রেই কিছু কিছু পাই—

প্রদ্যুৎ। ও। তা এলবার্টটি কে ?

মনোহর। My friend ! ভেরি কাইণ্ড স্যার—মাই নেবার স্যার—Help Sir—

[ঠিক ঐ সময় গলিপথের দরজা দিয়ে একজন ধনী মাড়োয়ারী ও ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত একজন ভদ্রলোক নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে বের হয়ে আসে। দুজনেই প্রচুর মদ্যপান করেছে বোঝা যায়। প্রদ্যুৎ চট করে আত্মগোপন করে।]

মনোহর। Help Sir! blind—

ভদ্রলোক। ব্লাইণ্ড! তা দিন কানা না রাত কানা?

মনোহর। Poor blind sir, Help sir,

[মাড়োয়ারী ও ভদ্রলোক দুজনেই মনোহরের টুপীতে কিছু দিয়ে চলে গেল। মনোহর আবার বেহালা বাজাতে থাকে। স্যুট পরিহিত একজন এবারে বের হয়ে আসে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে পূর্ব দ্বার পথেই।]

ভদ্রলোক। Falling in love again
I am not to blame—

মনোহর। Help sir! blind sir!

ভদ্রলোক। My dear blind Violinist did you ever fall in love with a sweet teen—

মনোহর। কি বললেন স্যার?

ভদ্রলোক। Nothing sir এই নাও—

[একটা টাকা দিয়ে চলে গেল ভদ্র লোক। একটু পরেই সেন সাহেব বের হয়ে এলো পূর্ব দ্বার পথে। মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে]

সেন। To-morrow and to-morrow, and to-morrow
Creeps in this petty pace from day to day

To the last syllable of recorded time.

মনোহর। Help sir, blind sir.

সেন। [মৃদু হেসে] every night the blind sir, কিন্তু এ গলি পথটি যে খুব নিরাপদ নয় স্যার।

[পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দিতে দিতে]

জায়গাটা change করো স্যার—

[বলতে বলতে সেন চলে যায়। এবারে বের হয়ে আসে বহ্নি। বহ্নি এগিয়ে আসতেই মনোহর বলে।]

মনোহর। Help sir, blind sir,—

[বহ্নি তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কিছু দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। চকিতে প্রদ্যুৎ পিছনে এসে দাঁড়ালো]

প্রদ্যুৎ। বহ্নি দেবী

বহ্নি। [চমকে ফিরে] কে! ও প্রদ্যুৎ বাবু!

[মনোহর তখন আপন মনে অতি ধীরে ধীরে বেহালা বাজিয়ে চলেছে। গ্যাসের খানিকটা আলো মনোহরের মুখের উপর এসে পড়েছে]

প্রদ্যুৎ। আপনার অপেক্ষাতেই এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

বহ্নি। [বিস্ময়ে] আমার অপেক্ষায়?

প্রদ্যুৎ। হ্যাঁ।

বহ্নি। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে যে এ সময় এখানে আমার দেখা পাবেন?

[বেহালা বাজাতে বাজাতে মনোহর নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করল কারণ ঠিক ঐ সময় ঢং ঢং করে রাত তিনটা বাজলো ও হোটেলের আলো নিভে গেল]

প্রত্যুৎ। [মৃদু হেসে] তার কারণ রাত বারোটার কিছু আগে যে এই পথ দিয়েই আপনাকে 'ব্লু-মুন' হোটেলে ঢুকতে দেখেছিলাম।

বহ্নি। [বিস্ময়ে] 'ব্লু-মুন' হোটেলে?

প্রত্যুৎ। হ্যাঁ। ঐটা যে [দরজা দেখিয়ে] 'ব্লু-মুন' হোটেলেরই পশ্চাতের একটি দ্বার পথ তা আমি জানি। তা ছাড়া সন্ধ্যার পর আপনি যখন আপনার য়্যাভিন্যুর ফ্ল্যাট থেকে বের হন সেই থেকেই আপনাকে আমি অনুসরণ করে আসছি—

বহ্নি। অনুসরণ করে এসেছেন? কিন্তু কেন বলুন তো?

প্রত্যুৎ। দেখুন বহ্নি দেবী, আপনার সঙ্গে আলাপ আমার খুব বেশী কম দিনের নয়। প্রায় মাস তিনেক হবে—

বহ্নি। সেই আলাপের সুযোগ নিয়েই বুঝি আজ আমাকে অনুসরণ করেছেন মিঃ বোস?

প্রত্যুৎ। হ্যাঁ, তাই পরশু রাত্রে প্রথম দিন আপনাকে ব্লু-মুন হোটেলে রাত বারোটার পর ঢুকতে দেখি, বিস্মিত যতটা না হয়েছি তার চেয়ে বেশি মনে ব্যথা পেয়েছিলাম। আর আজ ঠিক সেই কারণেই আপনাকে অনুসরণ করে এসেছি সন্ধ্যা থেকে। তা ছাড়া আপনি বোধ হয় জানেন না, যে এই ব্লু-মুন হোটেলটি পুলিশের খাতায় একটি বিশেষ সন্দেহের তালিকা চিহ্নিত স্থান।

বহ্নি। তাহলে বোধ হয় আমিও সে সন্দেহের তালিকায় পড়ে যাচ্ছি—

প্রত্যুৎ। হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক? কিন্তু সত্যিই বলবেন বহ্নিদেবী, এখানে আপনি কেন আসেন?

বহ্নি। প্রশ্নটা অত্যন্ত আপনার পার্সোন্যাল হয়ে যাচ্ছে না কি প্রত্যুৎ বাবু?

প্রত্যুৎ। কিন্তু বিশ্বাস করুন বহ্নিদেবী, জায়গাটা সত্যিই কুখ্যাত। এখানে বোধ হয় আপনার এভাবে যাতায়াত করাটা ভাল হচ্ছে না।

বহ্নি। Thank you for your timely warning মিঃ বোস।

আশা করি আমার বয়সটা আপনি ভুলে যাবেন না। নিজের ভালমন্দ বোঝবার পক্ষে নিশ্চয়ই আপনি বিবেচনা করবেন আমি এখন আর ঠিক নাবালিকা নই।

প্রদ্যুৎ। আপনি দেখছি আমাকে ভুল বুঝচেন বহ্নি দেবী।

বহ্নি। শুনুন প্রদ্যুৎবাবু, একটা কথা আপনাকে বলছি, আমার পিছনে বেশী ঘুরাফিরা করবেন না, কারণ কে বলতে পারে হঠাৎ হয়তো আচমকা এমন কোন পরিস্থিতির মধ্যে আপনি পড়ে যাবেন, যে মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত সংশয় হয়ে ওঠাও তখন বিচিত্র হবে না—

প্রদ্যুৎ। থ্রেটনিং—

বহ্নি। যা বোঝেন। আচ্ছা নমস্কার। Good night!—

[প্রদ্যুৎ বহ্নির গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ দৃশ্য : তিন ॥

[রাত্রি। বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট স্বনামধন্য দেশকর্মী, সমাজসেবি বিলাসবিহারী ঘোষের শয়ন কক্ষ। কক্ষের মধ্যে আসবাব পত্র সামান্যই। একপাশে সাধারণ একটি খাটে শয্যা বিস্তৃত। পাশেই একটি রিভলভিং বুক শেল্‌ফ। তার উপর রক্ষিত ফোন ও প্রজ্জলিত সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা একটি টেবিল ল্যাম্প। ঘরের ওদিকে জানালা খোলা। অন্যদিকে একটি মাত্র দরজায় পর্দা ঝুলছে। ঘরের মধ্যে দুটি চেয়ার। একটি আরাম কেদারা ও অন্য একটি সাধারণ চেয়ার। ঘরের দেওয়ালে একটি

আর্সিও আছে। বিলাসবিহারী ঘরের মধ্যে পাইচারি করছেন। বয়স চল্লিশের কোঠা ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়। এক মাথা এলো মেলো কাঁচা পাকায় মিশান চুল। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো। চোখে সোনার চশমা। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা। পরিধানে ঢোলা পায়জামা, স্লিপিং গাউন ও পায়ে চপ্পল। ঢং ঢং করে রাত্রি চারটে ঘোষিত হবার পরই টুক টুক করে দরজায় শব্দ হলো।]

বিলাস। কে?

[নেপথ্যে স্ত্রী কল্যাণীর গলা শোনা যায়—"আমি কল্যাণী"।]

এসো।

[ঘরের পর্দা তুলে কল্যাণী এসে ঘরে প্রবেশ করে। দোহারা চেহারা। পরণে কালো পাড় দামী শান্তিপুরী শাড়ী। হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি ও শাঁখা। কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর। মাথায় ঘোমটা। বিলাস ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন]

কি চাও?

কল্যাণী। [মৃদুকণ্ঠে] এত রাত্রেও তোমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে—

বিলাস। [ব্যঙ্গের হাসিতে ঠোঁটটা কুঁচকিয়ে] দেখতে এলে। কিন্তু আজকের রাত তো নতুন নয়, গত আট বছর ধরেই তো এত রাত্রে এ ঘরে আলো জ্বলে। তা হঠাৎ আজই রাত্রে বা কৌতুহল কেন? না এতকাল পরে আজ রাত্রেই প্রথম এ ঘরে আলোটা তোমার রূপা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করলো?

[কল্যাণী কোন জবাব দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে]

কি জবাব দিচ্ছ না যে ?

কল্যাণী। আমি যাই—

[কল্যাণী যাবার জন্য উদ্যত হতেই বিলাসবিহারী বাধা দেন।]

বিলাস। কিন্তু এসেছিলে কেন তা তো কই বললে না ?

কল্যাণী। না থাক।

বিলাস। এসেছ যখন বলেই যাও!

কল্যাণী। [একটু ইতঃস্তত করে] কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করচি আগেও যদি বা রাত্রে সামান্যই একটু আধটু কিছু মুখে দিতে, আজকাল তাও দাও না। পাশের ঘরে রাত্রের খাবারটা ঢাকাই দেখি পড়ে থাকে, যেমনটি রেখে যাই।

বিলাস। [মৃদু হেসে] এই কথা, না খাই না! কৃচ্ছ সাধন করছি।

কল্যাণী। [বিস্ময়ে] কৃচ্ছ সাধন ?

বিলাস। তাই, সমাজে অভিজাত মহলে আজ আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। উনিশ বছর আগেকার সেই অজ্ঞাত, অখ্যাত, অপরিচিত তোমাদের কৃপা ভিক্ষু তো আজ আর আমি নই, তাই সেদিনকার ঘৃণা, অবহেলা আর অবজ্ঞাটা পরিণত হয়েছে কৌতুহলে। সমাজের আর দশজন স্বনামধন্য ব্যক্তির মত আমি কি খাই, কি ধরণের বেশভূষা আমার, কিসে শয়ন করি সব কিছু দিয়েই না তোমাদের সেই কৌতুহলের মর্যাদাকে আজ আমাকেও অক্ষুন্ন রাখতে হবে ? সেই জন্যই এই কৃচ্ছ সাধন বলো কৃচ্ছ সাধন, ভেক বলো ভেক—

[কল্যাণী নির্বাক পাথর]

অবিশ্যি অকৃতজ্ঞ আমি নই। অস্বীকার করবো না আজকের আমার এই সামাজিক প্রতিষ্ঠার মূলে তোমারও কিছুটা দান ছিল।

কল্যাণী। আমার ?

বিলাস। হ্যাঁ তোমার মানে, তোমার বাবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সেই সমাজে তোমার জন্ম সত্বটুকু—

কল্যাণী। তারই ঋণ শোধ বোধ হয় এই দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে চলেছে।

বিলাস। তাই নয় কি? ভেবে দেখো, তোমরা মেয়েরা যা তোমাদের স্বামীর কাছে প্রত্যাশা করো সবই কি তা তুমি পাও নি? নাম, যশ, প্রতিপত্তি, অর্থ, অলঙ্কার, প্রসাধন—

কল্যাণী। কিন্তু কে চেয়েছিলো এসব, তোমার এই অযাচিত করুণা, কে চেয়েছিলো তোমার এই দাক্ষিণ্য বলতে পারো?

বিলাস। চেয়েছিলে তুমি, তোমাদের চিরন্তন ভিক্ষুক নারীসত্বা, চিরলোভী, হৃদয়হীনা নারী মন—

কল্যাণী। তাহলে বলবো ওটা তোমার অনেক বিকৃত কল্পনার মতই আর একটি—

বিলাস। বিকৃত কল্পনা?

কল্যাণী। হ্যাঁ, তোমার বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি।

বিলাস। না কল্যাণী দৃষ্টি আমার তীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট! আর সেই কারণেই আর দশজনের মতো রঙিন মন নিয়ে তোমাদের প্রতি কখনো গদ গদ হয়ে উঠিনি। ঠিক পুরুষের জীবনে নারীর যতোটুকু প্রয়োজন, ততটুকু স্বীকৃতিই আমি দিয়েছি তোমাকে। বিলাস বিহারীর স্ত্রী হিসাবে ঠিক ততটুকুই পেয়েছো তুমি।

কল্যাণী। তুমি যদি মনে করে থাকো যে পৃথিবীর যাবতীয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা তোমার ঐ অদ্ভুত মনগড়া নীতির উপরেই ভর করে দাঁড়িয়ে আছে তো বলবো তাহলে তুমি ভুলই করেছো।

বিলাস। ভুল? না, ভুল আমি করিনি। আর এও জানি ঐ সত্যটুকু বুঝতে না পারার জন্তই তোমার মনগড়া ঐ দুঃখ, ঐ আক্ষেপ!

কল্যাণী। তাহলে তুমি বলতে চাও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক চিরকাল প্রেমে ভালোবাসায় ক্ষমায় গড়ে ওঠে সে মিথ্যে!

বিলাস। নিঃসন্দেহে! ভালবাসা! তোমারই একটু আগের কথায় জবাব দিচ্ছি: বিকৃত এক কল্পনা ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়।

কল্যাণী। তুমি বুদ্ধিমান, আমার চাইতে অনেক বেশী তুমি জানো, দেখেছো, পড়েছ, তবু বলবো তোমার ও যুক্তিকে আমি মানি না। আর তোমাকেও একদিন সে কথা স্বীকার করতে হবে।

[সহসা বিলাস হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে]

বিলাস। তোমার সে শুভদিন কোন দিনই আসবে না কল্যাণী! কারণ যার অস্তিত্বই নেই তার সম্ভাবনাও নেই!…

[কল্যাণী আর কথা বললো না, ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বিলাসবিহারী আপন মনেই বলতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে মঞ্চও ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকবে আলোও ক্রমশঃ নিভে আসতে থাকবে।]

বিলাস। ভালবাসা, প্রেম, what after all the woman is! Treachery Frailty thy name is woman!

॥ [illegible] ॥

॥ দৃশ্য : চার ॥

[ওঙ্কারমল শেঠ মলের বাগান বাড়ির অভ্যন্তর। একটি হল ঘর দেখা যাচ্ছে। সামনেই একটি দরজা। দরজায় সাদা নেটের সূক্ষ্ম পর্দা ঝুলছে। পর্দার ওপাশে আলোর আভাষ। তার পাশে আরও একটি দরজা তাতেও পর্দা ঝোলানো। বাজনা ও বহু কণ্ঠের মৃদু

গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। হল ঘরের ভিতর দিয়ে মধ্যে মধ্যে সুবেশধারী নারী ও পুরুষেরা পর্দার ওদিকে ঘরে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে স্যার ডি, এনও এসে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। প্রদ্যুৎ এসে ঢুকলো এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্বিতীয় দরজা পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পরেই প্রবেশ করে আগে বহ্নি ও তার পর তার পশ্চাতে শেরোয়ানী ও পায়জামা পরিহিত কুমার দিব্যেন্দু]

দিব্যেন্দু। কিন্তু কই বললে না তো কি নাম তোমার ?

বহ্নি। [যেতে যেতে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে] কুমারী ইন্দুমতী ঘোষাল।

দিব্যেন্দু। [মৃদু হেসে] I see। বাড়ি ?

বহ্নি। নিশান গড়।

দিব্যেন্দু। তাতো আমি জানি। বলছিলাম আসল নামটি কি ?

বহ্নি। আসল নকল জানিনা দাদা! কিন্তু সত্যি তোমার কি হল বলতো ? নিজের বোনের নামটাও পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছো ?

[প্রদীপকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। ঘরে ঢুকেই সে চমকে দাঁড়ায়]

দিব্যেন্দু। না, আর ভুল হবে না ইন্দু—

[বহ্নি ততক্ষণ চলে যাচ্ছিল। দিব্যেন্দু ডাকে]

হ্যাঁ ইন্দু, আর একটা কথা ছিল।

[বহ্নি কোন জবাব না দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে মৃদু হেসে পর্দার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দিব্যেন্দু আবার ডাকে।]

ইন্দু please—

[বহ্নি ডাকে সাড়া না দিয়েও চলে যাবার পরও দিব্যেন্দু তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। তখনো সে পশ্চাতে প্রদীপকে লক্ষ্য করে না। আপন মনেই বলে]

দিব্যেন্দু। [স্বগত] ইন্দুমতী, তুমি তাহলে ইন্দুমতী ঘোষাল। আচ্ছা মেঘে ঢাকা ইন্দু, তোমার ও মুখের ঘোমটা সরাতে দিব্যেন্দু জানে। একবার যখন তুমি এ চোখের দৃষ্টিতে পড়েছো—

[দিব্যেন্দুর কথা শেষ হল না। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে প্রদীপ বলে—]

প্রদীপ। তাতে করে শুধু আপনার মিথ্যে ধাঁধিয়েই যাবে। ও মরিচীকা।

দিব্যেন্দু। [চমকে] কে ? প্রদীপ—

প্রদীপ। [চাপা কণ্ঠে] উহুঁ ! প্রদীপ নয়—সমর রুদ্র—হ্যাঁ—নামটা দয়া করে মনে রাখবেন। আর সেই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখলে জানবেন আপনারই ভবিষ্যতে কাজ দেবে কুমার সাহেব।

দিব্যেন্দু। অর্থাৎ—

প্রদীপ। অর্থাৎ [নিম্নকণ্ঠে] যার আদেশে আজ উনি এখানে এসেছেন তাঁর চোখে হয়তো আপনায় এই অকারণ কৌতূহলটা ঠিক ক্ষমার যোগ্য হবে।

দিব্যেন্দু। Is it a threatning ?

প্রদীপ। না, বরং বলতে পারেন warning।

দিব্যেন্দু। তাহলে বলবো, বৃথা, অপব্যয়ই হোল তোমার—

[ঘুঘুরাম ধুন্দুরাম সোলাংকি গুজরাতির ছদ্মবেশে মনোহর চৌধুরী ও সুবেশ শ্যার ডি, এনকে কথা বলতে বলতে হল ঘরে প্রবেশ করতেই দেখেই প্রদীপ ও দিবেন্দু পর্দা তুলে পাশের হল ঘরে চলে গেল।]

ধুন্দুরাম। হাঁ—হাঁ—ও বাত তো ঠিক বলিয়েসেন স্যার ডি, এন, লেকেন নয়া ঐ কোল ফিল্ডমে ও রূপয়া হামি বরবাদই ধরিয়ে লিয়েসি। কিন্তু হাপনার এ পার্টিতে ব্যারিস্টার ঘোষ সাবকো দেখছি না—

ডি, এন। ইনভিটেশন তো জানিয়েছি—তবে যা busy লোক, সামনে আবার central এর election তাই নিয়ে ব্যস্ত—

[সুবেশ ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত একজন ভদ্রলোক ও সঙ্গে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিতা এক নারী এসে ঢুকলো। ডক্টর বড়ুয়া ও মিসেস বড়ুয়া]

ডি, এন। এই যে ডক্টর বড়ুয়া, মিসেস—নমস্কার যান—ভিতরে যান—

বড়ুয়া। দিল্লী কবে চললেন স্যার ডি, এন?

ডি, এন। বোধ করি next week নাগাদ—

বড়ুয়া। মিনিদি বলছিলেন তিনি নাকি এখন আপনার সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছেন না?

ডি, এন। হ্যাঁ, জানেন তো তার আবার হাজারটা ক্লাব, সমিতি—কোনটার সম্পাদিকা কোনটার প্রেসিডেণ্ট—

বড়ুয়া। সত্যি লেডি ডি, এন এর energy ও enterprise কে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

[ধুন্দুরামকে দেখিয়ে]

তা এঁকে তো চিনলাম না—

ধুন্দুরাম। হামার নাম খুঘুরাম ধুন্দুরাম সোলাংকি—

ডি, এন। Big coal marchent.

বড়ুয়া। I see [ডি, এনের দিকে চেয়ে] ভিতরেই চলি তাহলে?

ডি, এন। হ্যাঁ—একেবারে সোজা প্যাণ্ডেলে যান। সেখানেই সবাইকে দেখবেন।

[ডক্টর ও মিসেস বড়ুয়া পর্দার ওধারে চলে গেলেন। ঠিক সেই সময় খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পরিহিত

[চোখে কালো কাচের গগল্‌স্‌, মাথায় গান্ধী ক্যাপ বিলাস বিহারী হাতে ছড়ি, এসে হল ঘরে ঢুকলেন।]

এই যে মিঃ ঘোষ, আসুন—আসুন—আমি তো ভেবেছিলাম আপনি বুঝি পার্টিতে আমার আসতেই পারলেন না।

বিলাস। আর বলেন কেন Bar Associationয়ের একটা জরুরী মিটিং ছিল সেটা শেষ করেই Lake Swiming club এর Governing bodyর মিটিংএ আবার ছুটতে হয়েছিল!

[মিঃ তরফদার ~~ও আর একজন ব্যারিস্টার~~ এসে ঘরে ঢুকলো ঐ সময়।]

তরফদার। নমস্কার স্যার ডি, এন—

ডি, এন। আসুন—আসুন—

তরফদার। [বিলাসকে] মিঃ ঘোষ আপনার কাছে আমার পার্টি গিয়েছিল?

বিলাস। হ্যাঁ মিঃ তরফদার, কিন্তু I am sorry-কেসটা আমি নিতে পারি নি।

তরফদার। কিন্তু তারা আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করছিল আপনার জন্যই—

বিলাস। শুনলাম সব। কিন্তু আপনি তো জানেন মিঃ তরফদার রায়পুরের কেসের মত কেস আমি accept করি না।

ডি, এন। কোন কেসটা মিঃ ঘোষ? রায়পুরের সেই ছোট রাণীর againstয়ে মার্ডার চার্জয়ের কেসটা কি?

বিলাস। হাঁ—So for I could gather—কেসের lower courtয়ের proceedengs থেকে—she মানে আপনাদের ঐ ছোট রাণীই—

তরফদার। না—না—আপনি মিঃ ঘোষ সবটা—

বিলাস। These women are class by themselves. ওরা দুই দিক দিয়েই বিষের ছুরী চালায়—বাইরের এনোমেলিং করা রূপ আর অন্তরের লুকানো বিষ মাখানো প্রেমের অভিনয় দিয়ে—

ডি. এন। আরে চলুন চলুন—এটা স্রেফ একটা আনন্দ মিলন উৎসব—চলুন every body waiting for us in the pandel! আসুন মিঃ সোলাংকি—

সোলাংকি। হাঁ—হাঁ, চলিয়ে চলিয়ে—ও বাৎ তো ঠিক বলিয়েসেন—

[সকলে পর্দা তুলে পাশের হল ঘরের দিকে চলে যায়—একটু পরেই কথা বলতে বলতে প্রদ্যুৎ ও বহ্নি এসে ঘরে পুনরায় ঢুকলো।]

বহ্নি। কিন্তু আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই প্রদ্যুৎবাবু! আপনাদের মতই আমিও এসেছি একজন স্রেফ আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে—

প্রদ্যুৎ। অবশ্যই। কিন্তু আমি বলছিলাম কোনটা তাহলে আপনার আসল ও সত্যিকারের পরিচয়? কুমারী বহ্নিশিখা না কুমারী ইন্দুমতী—

বহ্নি। [মৃদু হেসে] যদি বলি দুটোই—

প্রদ্যুৎ। তাহলে বলবো দুটোর একটাও সত্য নয়।

বহ্নি। কেন বলুন তো? হঠাৎ এ ধরনের সন্দেহ হচ্ছে কেন আপনার?

[চকিতে ঐ সময় পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রদীপের মুখটা একবার উঁকি দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল]

প্রদ্যুৎ। কারণ সত্য পরিচয়টা আপনি আজো আমাকে দেন নি বলে।

বহ্নি। ভুলে যাচ্ছেন কেন আমরা এ যুগের মেয়ে। আপনি যা বলচেন—সেই সত্য পরিচয়টা কি সহজেই কাউকে দেওয়া যায় না দেওয়া উচিৎ—

প্রদ্যুৎ। নয় বুঝি?

বহ্নি। নিশ্চয় নয়। কিন্তু আপনার ঐ প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্ন তো আপনাকেও আমার দিক থেকে থাকতে পারে প্রদ্যুৎ বাবু।

প্রদ্যুৎ। [বিস্ময়ে] আমাকেও ?

বহ্নি। হ্যাঁ—বলুন তো এতদিনকার আপনার সঙ্গে আমার আলাপ তা আপনিই কি আপনার সত্য পরিচয়টা কখনো আজ পর্যন্ত আমাকে দিয়েছেন ?

প্রদ্যুৎ। সত্য পরিচয় দিই নি ? কি বলছেন ?

বহ্নি। ঠিক তাই। আপনি যে একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার কই কখনো তো ঘুনাক্ষরেও সে পরিচয়টা আপনার দেন নি আমাকে ?

প্রদ্যুৎ। [মৃদু হেসে] ~~এই কথা~~ ! না দিই নি। কারণ প্রথমতঃ দেবার কোন প্রয়োজন হয় নি, দ্বিতীয়তঃ—আপনিও তো জানতে চাননি ; যদিও অবিশ্যি আমি জানি আপনি সেটা বহুদিন আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন।

বহ্নি। [চমকে] অনুমান করতে পেরেছিলাম ?

প্রদ্যুৎ। হ্যাঁ, তা ছাড়া সত্যি বলতে কি ওটা তো আমার সত্যিকারের পরিচয় নয়। ওটা তো ব্যবহারিক জগতের আমার কর্মের একটা পোষাক মাত্র।

[ঐ সময় প্রদীপ হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে বলে]

প্রদীপ। Excuse me ইন্দুমতী দেবী, ওদিককার প্যাণ্ডেলে এখুনি ম্যাজিক শুরু হবে। আপনার দাদা কুমার দিব্যেন্দু আপনাকে খুঁজছেন।

বহ্নি। হ্যাঁ চলুন।

[বহ্নি আর ফিরেও তাকালো না প্রদ্যুতের দিকে। ক্ষিপ্র পদে প্রদীপের সঙ্গে ও পাশের ঘরে চলে গেল। প্রদ্যুৎ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে একটা সিগারেট ধরায়। একটু পরে প্রদীপ আবার এসে ঘরে ঢোকে]

প্রদীপ। নমস্কার

প্রদ্যুৎ। [চমকে] কে? ও—নমস্কার।

প্রদীপ। মহাশয়কে যেন কুমারী ইন্দুমতী দেবী সম্পর্কে একটু বেশি interested বলে মনে হচ্ছে?

প্রদ্যুৎ। তাতে কি মহাশয়ের কোন ক্ষতি হচ্ছে?

প্রদীপ। তা একটু হচ্ছে বৈ কি! তাই একটু সাবধান করে দিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করলাম কারণ ও বহ্নি নয়, ও হচ্ছে বহ্নি-পতঙ্গ—

প্রদ্যুৎ। অর্থাৎ—

প্রদীপ। অর্থাৎ—আগুনের ধর্মটার কথাই একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলাম আর কি!—জানেন তো—

প্রদ্যুৎ। [বাধা দিয়ে] জানি বৈ কি! কিন্তু মিষ্টার, ও আগুন নিয়েই যাদের খেলা তারা—

[জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে]

বুঝলেন—Know how to put it out.

[কথাটা বলে প্রদ্যুৎ আর দাঁড়ালো না। বাইরের দিকে চলে গেল। প্রদীপও ভিতরের দিকে চলে গেল। একটু পরে বের হয়ে এলো এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সোলাংকি]

ধুন্ধুরাম। [চাপা কণ্ঠে] রহমৎ!

[রহমৎ নামে উর্দি পরিহিত বেহারা বাইরে থেকে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে ধুন্ধুরামের সামনে দাঁড়ালো]

সব ঠিক আছে বিনয়?

রহমৎ। [চাপা কণ্ঠে] Yes Sir!

ধুন্ধুরাম। O. K. Quick!

[ওপাশ থেকে সেনের আবৃত্তি শোনা গেল। আবৃত্তি করতে করতে সেন আসছে]

নেপথ্যে সেন। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই—

[রহমৎ ক্ষিপ্রপদে চলে গেল। সেন আবৃত্তি করতে করতে ঘরে প্রবেশ করে]

সেন। যাহা পাই তাহা চাই না।

ধুন্ধুরাম। রাম রাম সেন সাহেব—

সেন। [সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ধুন্ধুরামের দিকে তাকিয়ে] But I dont recollect your face Mr—

ধুন্ধুরাম। হে—হে—ঘুঘুরাম ধুন্ধুরাম সোলাংকী

সেন। ~~What~~! What! ঘুঘুরাম?

ধুন্ধুরাম। হে—হে—ধুন্ধুরাম সোলাংকী।

[সহসা ঐ সময় দপ্ করে মঞ্চের সব আলো নিভে যাবে। ওপাশের ঘর থেকে বহু কণ্ঠের একটা গোলমাল শোনা যাবে অন্ধকারে। "আলো। আলো! light!" কে একজন লোক এসে মঞ্চ দিয়ে ছুটে বের হয়ে যাবে বলতে বলতে, "main fuse হয়ে গিয়েছে।" ধুন্ধুরাম ও সেন ভিতরে চলে যাবে। গোলমাল চলতে থাকবে। প্রদ্যুৎ শশাংক নামে এক যুবককে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করবে।]

প্রদ্যুৎ। Quick! Quick! শশাংক! to the gate!

[শশাংক ছুটে বের হয়ে যাবে। প্রদ্যুৎ আবার ভিতরে চলে যাবে। একটু পরেই আবার মঞ্চের আলো জ্বলে উঠবে ও মঞ্চ আলোকিত হবে। ঐ মুহূর্তে ভিতরের হল ঘর থেকে প্রদীপ বের হয়ে বাইরের ঘর দিয়ে বাইরে চলে যাবে। সেন ও তরফদার এসে মঞ্চে প্রবেশ করবে]

তরফদার। না, নিশ্চয়ই আমার মনে হয় কেউ মেইন অফ্ করে দিয়েছিল মিঃ সেন—

সেন। Bad joke no doubt কড়া রকমের রসিকতাই তাহলে বলবো।

[ভিতরে ঐ সময় আবার গোলমাল হয়]

তরফদার। আবার কি হলো ?

সেন। [মৃদু হেসে] দেখুন রসিকতাটা বোধহয় একটু বেশীই গড়িয়েছে।

তরফদার। রসিকতা।

[উত্তেজিতভাবে পুলিশ সুপার মিঃ রায় ও স্যার ডি, এন এবং তাদের পশ্চাতে বিলাসবিহারী ও ধুন্ধুরাম কথা বলতে বলতে এসে ঢুকলো]

ডি. এন। No ! No ! It's not a joke মিঃ রায়, you must do some thing. পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের নেকলেস—এই হার মাসখানেক আগে আমি ওকে ওর birthday-তে present করেছি।

বিলাস। নিশ্চয়ই ! ব্যবস্থা এখুনি একটা করতে হবে বৈকি—মিঃ রায়।

মিঃ রায়। কিন্তু একটা ব্যাপার আপনারা বুঝছেন না মিঃ ঘোষ, স্যার ডি, এন—সবাই এখানে আজ নিমন্ত্রিত অতিথি—ওঁর সম্মানিত অতিথি—এ অবস্থায়—

সেন। ব্যাপার কি ডি. এন—

ধুন্ধুরাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কি ব্যাপার হোলো ?

মিঃ রায়। একটু আগে যে অন্ধকার হয়ে আলো নিভে গিয়েছিল সেই সময়ের পরই লেডি ব্যানার্জীর গলায় এই হীরার নেকলেসটা দেখা যাচ্ছে না।

সেন। So it was then that ?

বিলাস। But Sir D. N. is right ! we can't leave it as it is এর একটা ব্যবস্থা না করলে—

মিঃ রায়। [বিব্রতভাবে] আপনারা যা বলছেন তাহলে তো আমাকে এখানে আজ যারা আমন্ত্রিত সকলেরই body সার্চ করতে হয়।

বিলাস। প্রয়োজন হলে করতে হবে বৈকি!

মিঃ রায়। But did you think the consequences মিঃ ঘোষ। সবাই এখানে যাঁরা উপস্থিত—সমাজের গণ্যমান্য—প্রত্যেকেরই একটা position ও স্বীকৃতি আছে—তাঁদের এভাবে সার্চ করা মানে—

ডি. এন। But I can't help!

সেন। হ্যাঁ—পঞ্চাশহাজারী নেকলেস যখন—

[ঠিক ঐ মুহূর্তে হন্ত দন্ত হয়ে এসে প্রবেশ করলেন মিঃ চাকলাদার বলে ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত একটি যুবক]

চাকলাদার। পাওয়া গেছে স্যার ডি. এন—

ডি. এন। কি!

চাকলাদার। হ্যাঁ—ঐ প্যাণ্ডেলেই একটা চেয়ারের পাশে পড়েছিল, কুমারী ইন্দুমতী দেবীই দেখতে পেয়ে—

ডি. এন। Thank God! চলুন—চলুন।

[ডি, এন, মিঃ রায়, সেন, বিলাসবিহারী ভরফদার, চাকলাদার সবাই চলে গেল, ওদিককার হল ঘরে। কেবল একা ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে সোলাংকী। একটু পরেই প্রদ্যুৎ আপন মনে বলতে বলতে এসে ঘরে ঢোকে]

প্রদ্যুৎ। আশ্চর্য! গলা থেকে ছিটকে খুলে পড়ে গেল হারটা আর লেডি ব্যানার্জী টের পেলেন না আদউ।

খুদুরাম। Yes! সেই তো ইন্দ্রজাল—বৎস।

প্রদ্যোৎ। [চমকে] কে?

[সোলাংকি হাসতে থাকে·প্রদ্যোতের দিকে তাকিয়ে]

কে তুমি?

[চকিতে পিস্তল বের করে]

ধুন্ধুরাম। Put it! put it down you blind boy!

প্রদ্যোৎ। [বিস্ময়ে] স্যার আপনি?

ধুন্ধুরাম। [ঠোটে আঙুল তুলে] Hush! that is not the real necklace!

প্রদ্যোৎ। [বিস্ময়ে] তবে?

ধুন্ধুরাম। If I am not wrong! Immitation one! বদলী নকল নেকলেশ।

প্রদ্যোৎ। Immitation! নকল নেকলেশ?

ধুন্ধুরাম। হ্যাঁ—চল, we all have been be-fooled. Better luck next time.

[বলার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যাবে]

॥ মঞ্চ ঘুরে গেল ॥

॥ দৃশ্যঃ পাঁচ ॥

[সময় রাত্রি। দিব্যেন্দুর গৃহের সুসজ্জিত একটি কক্ষ। চারদিকে সুন্দর সোফা সেট করা। মধ্যখানে গোল টেবিল। তার উপর সুদৃশ্য ভাসে এক গোছা ফুল। একটি মাত্র দরজা দেখা যায় তাতে পর্দা টাঙানো।

দেওয়ালে নগ্ন নারীর সব চিত্র। দেওয়ালে একটি চামড়ার হাণ্টার টাঙানো। কথা বলতে বলতে কুমার দিব্যেন্দু ও বহ্নির প্রবেশ।]

দিব্যেন্দু। এসো, এসো—ইন্দু এই তোমার গরীবের গরীবখানা। বোস।

বহ্নি। এখানে নিয়ে এলেন কেন?

দিব্যেন্দু। আহা তোমার পদধূলি পড়বে না এই ক্ষুদ্র অঙ্গনে তাই কি কখনো হয় না উচিৎই হবে সেটা আমার। কিন্তু তুমি যে দাঁড়িয়েই রইলে, বোস—

বহ্নি। এখুনি আমার যাবার ব্যবস্থা করুন কুমার সাহেব। রাত অনেক হয়েছে—

দিব্যেন্দু। রাত! It is still young now!

বহ্নি। আমার জরুরী কাজ আছে কুমার সাহেব। এক্ষুনি আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।

দিব্যেন্দু। নিশ্চয়ই। যাবে বৈকি—কিন্তু গরীবের গরীবখানায় এলে—have some drink first! any thing you like—শেরি শ্যাম্পেন—পোর্ট—

বহ্নি। কিছু দরকার নেই। আমার যাবার ব্যবস্থা করুন—

দিব্যেন্দু। তাই কি একটা কথা হোল নাকি? সামান্য একটু আতিথ্যও গ্রহণ না করে তুমি চলে যাবে, তাতে আমারই মন বা সান্ত্বনা পায় কি করে বলো!

বহ্নি। আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন কুমার সাহেব।

দিব্যেন্দু। আরে তুমি যে যাবার জন্য সত্যি সত্যি ক্ষেপে উঠলে একেবারে ইন্দু!....কিছু আর আঘাটায় এসে তো পড়ো নি। তোমারই নিশানগড়ের প্যালেস এটা—

বহ্নি। কুমার সাহেব, এখনো আপনাকে বলছি আমাকে এক্ষুনি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।

দিব্যেন্দু। লজপৎ! লজপৎ—

[চকিতে পাঠান দ্বাররক্ষি লজপৎ প্রবেশ করে]

লজপৎ। হোজুর!

দিব্যেন্দু। দরোয়াজাকা বাহার খাড়া রহনা, যবতক ইয়ে মেমসাব হামবা কামরামে হ্যায়—

[লজপৎ নিঃশব্দে বের হয়ে যায়। দিব্যেন্দু বহ্নির কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে]

বোস—বোস—

বহ্নি। [চকিতে সরে দাঁড়িয়ে] আমি জানতে চাই কুমার সাহেব এর অর্থ কি ?

দিব্যেন্দু। [আরো একটু এগিয়ে মৃদু হেসে] কিসের অর্থ জানতে চাও বলতো darling! না, সত্যি আর এভাবে আলাপ চালানো যাচ্ছে না, নামটি কি তোমার বলই না sweety!

বহ্নি। কুমার সাহেব, শেষবারের মত বলছি, you are getting too far!—

দিবেন্দু। [illegible]!

বহ্নি। [খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে] হ্যাঁ, এও আপনাকে বলে যাচ্ছি আজকের আপনার এই অভদ্র ব্যবহারের জন্য মিঃ সিনহা আপনাকে নিষ্কৃতি দেবেন না—

[কিন্তু দরজা পথে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই দ্বারপথে পাঠান দ্বাররক্ষী লজপৎকে দেখা গেল। বহ্নি থমকে দাঁড়ায়। দিব্যেন্দু হো হো করে হেসে ওঠে।]

দিব্যেন্দু। হাঃ—হাঃ—হাঃ নিশান গড়ের প্যালেস এটা, কুমার দিব্যেন্দুর মহাল।

[বহ্নি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কুমার দিব্যেন্দুর দিকে।]

হ্যাঁ তোমার মত সুন্দরী যারা রাত্রে এই কক্ষে পদার্পণ করে তাদের প্রত্যাগমনের পথটা ঠিক ঐ দরজাটা নয়।

[বহ্নি এদিক ওদিক তাকাতে থাকে নিরুপায় দৃষ্টিতে নিঃশব্দে। সহসা তার নজর পড়ে দেওয়ালে টাঙানো হাণ্টারের উপর।]

দিব্যেন্দু। মিথ্যে কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছো সুন্দরী at this hour of night! তার চাইতে be seated and let us be friend to each other.

বহ্নি। [ধীরে ধীরে দেওয়ালে যেখানে হাণ্টারটা ঝোলান আছে সেইদিকে এগিয়ে যেতে যেতে] কি বললেন? বন্ধুত্ব!

দিব্যেন্দু। Why not! আরে তোমাদের মত বহু সুন্দরীর এই কক্ষে এমনি নিশিরাতে আগমনের প্রত্যাশায় ~~প্রত্যাশায়~~ না আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছি আমার এই কৌমার্য। এসো—বসো।

[দিব্যেন্দুর কথা শেষ হলো না। সহসা বিদ্যুৎ-গতিতে বহ্নি দেওয়াল থেকে হাত বাড়িয়ে হাণ্টারটা টেনে নিয়ে সাঁ করে দিব্যেন্দুকে লক্ষ্য করে চালাতেই আলোটা হঠাৎ ডিম হয়ে যাবে। বহ্নি তখন যেন ক্ষেপে গিয়েছে। সাঁ সাঁ করে সে হাণ্টার চালায়। তার পরই আলোটা আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার সঙ্গে দেখা গেল দিব্যেন্দু হাঁটু গেড়ে নীচু হয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে; বহ্নির হাতে হাণ্টার, সে তখনো হাঁপাচ্ছে। দিব্যেন্দু হাত দিয়ে গালটা মুছে ফেলে। ঠোঁট কেটে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। মৃদু হেসে দিব্যেন্দু বহ্নির দিকে একবার তাকিয়ে সোজা উঠে দাড়ায়]

বহ্নি। [কঠিন কণ্ঠে] এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন কুমার সাহেব কে

প্রত্যাশাটা আপনার একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। আর যারা স্বেচ্ছায় এখানে আসে এবং যাদের ভুলিয়ে এখানে আনা হয় সেই সব মেয়েদের সঙ্গেও আমার একটা পার্থক্য আছে।

[মুহূর্তে দিব্যেন্দুর চোখ দুটো বন্য হিংসায় জলে ওঠে]

না—না—কুমার সাহেব, ও চাউনি আমার জানা। ঐ চাউনি আপনাদের পূর্বে আরো আপনার মত অনেক পুরুষের চোখেই দেখেছি। আর এও জানি, আপনাদের মত জঘন্য লোকদের কেমন করে চাবুক দিয়ে শায়েস্তা করতে হয়।

দিব্যেন্দু। Really you appear to be so beautiful, so charming এবারে বলতো নামটি সত্য তোমার কি ?

বহ্নি। [মৃদু হেসে] এখনও তাহলে আমার নামটা জানবার আপনার ইচ্ছা আছে কুমার সাহেব !

দিব্যেন্দু। আছে বৈকি !

বহ্নি। [দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে] ! আমার নাম বহ্নিশিখা !

[বলার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যাবে]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ দৃশ্য ঃ ছয় ॥

[এ্যাডভোকেট অবনী রায়ের বাড়ির অভ্যন্তর। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে সিঁড়ির পাশেই পর্দা ফেলা একটি দ্বার পথ। ঘরটি একটি হল ঘরের মত। একটি গোল টেবিল মধ্যখানে। তার উপরে ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা

ফুল। দুপাশে দুটি চেয়ার। মাটিতে একটি সংবাদপত্র পড়ে। এক কোণে একটি ষ্ট্যাণ্ডে জ্বলছে একটি নীলাভ ডোমে ঢাকা টেবিল ল্যাম্প। কথা বলতে বলতে আগে আগে স্যুট পরিহিত অবনীর বাল্যবন্ধু প্রৌঢ় ডাক্তার সুবিনয় চৌধুরী নেমে আসছেন তার পশ্চাতে পায়জামা ও কিমানো গায়ে নেমে আসছেন প্রৌঢ় অবনী রায়।]

ডাঃ চৌধুরী। মনে হয় বাকী রাতটুকু ঘুমুবেন তোমার স্ত্রী অবনী।

[দুজনে চেয়ারে বসে]

অবনী। বলা যায় না ডাক্তার, ফিটস যখন আসে প্রদ্যুৎ না আসা পর্যন্ত কিছুতেই ওকে শান্ত করা যায় না।

ডাঃ চৌধুরী। [সিগারেট ধরিয়ে] হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে অবনী, তোমার স্ত্রীর এই হিষ্টিরিয়ার ব্যাপারে—

অবনী। হ্যাঁ, এর মূলে হচ্ছে দীর্ঘ ষোল বছর আগে আকস্মিক ভাবে একদিন আমাদের একমাত্র সন্তান রাণুর নিখোঁজ হওয়া।

চৌধুরী। মানে?

অবনী। [মৃদু কণ্ঠে] হ্যাঁ, একমাত্র সন্তানকে হারানোর দুঃখটাই লতার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায়।

চৌধুরী। তা সে মেয়ের কোন খোঁজই পাও নি?

অবনী। না। [একটু থেমে] প্রথমটায় তো ভয়ানক virulent হয়ে উঠেছিল তারপর বছর পাঁচ-ছয় বাদে প্রদ্যুৎ এ বাড়িতে আসার পরই আশ্চর্য ভাবে একটা আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ ও সুস্থ হয়ে আসে। কিন্তু তাহলেও এখনো মাঝে মাঝে ফিটস্ হয়—আজ যেমন হয়েছিল।

চৌধুরী। ও। প্রদ্যুৎ কে?

অবনী। আমাদের বাল্যবন্ধু মনীশের কথা মনে আছে?

চৌধুরী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, যারা স্বামী-স্ত্রী এক ঘণ্টা আড়াআড়ি কলেরাতে মারা যায়।

অবনী। হ্যাঁ—তারই একমাত্র ছেলে ঐ প্রদ্যুৎ। মনীশ ও তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, প্রদ্যুৎ আমার এখানেই চলে আসে। সেই থেকেই আমার এখানেই ও আছে।

চৌধুরী। I see! আচ্ছা। একটা কথা মানে if you don't mind of course—

অবনী। না-না কি বলতে চাও বলো না ডাক্তার।

চৌধুরী। যতদূর আমার জানা ছিল লতিকা যেন বিলাসবিহারীকেই—

অবনী। তাই। এবং ওদের বিয়েরও সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। গোপনে গোপনে সংবাদটা জানতে পেরেই আমি লতিকার সামনে থেকে একদিন সরেও দাঁড়িয়েছিলাম—

চৌধুরী। তবে?

অবনী। জানি না শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে কি হয়। লতিকাই [illegible] চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠায়, তারপর—একদিন আমার সঙ্গেই লতার বিয়ে হয়।

চৌধুরী। [হাতঘড়ি দেখে] [illegible] রাত এগারোটা বাজে। আজ তাহলে উঠি। [উঠে দাঁড়ায়] চলি [illegible]।

অবনী। [উঠে দাঁড়িয়ে] [illegible]। এতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা কিন্তু সুখ দুঃখের কোন কথাই হলো না। এসেই যা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে গেলে—

চৌধুরী। [মৃদু হেসে] আরে তাতে কি? এখন তো Retired life—সর্বদাই ছুটি। হরদমই আসা যাওয়া চলবে।

[দরজার দিকে এগুতে থাকে]

অবনী। [দরজার দিকে এগুতে এগুতে] হ্যাঁ— এসো—

চৌধুরী। [illegible]। [দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে] [illegible]

ডাঃ চৌধুরী—আচ্ছা আসি—কাল সকালে একটা Phone করে জানিও মিসেস্ কেমন থাকেন।—Good night!

অবনী। Good night.

[দরজা পথে ডাঃ চৌধুরী বের হয়ে যান। অবনী দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান। ভৃত্য গদাধরকে দেখা যায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে।]

অবনী। কিরে গদাধর তোর মা ঘুমুচ্ছেন তো।

গদাধর। আজ্ঞে—না বাবু।

অবনী। [বিস্ময়ে] না কি রে? ডাক্তারবাবু injection দেবার পর থেকেই তো ঘুমুচ্ছিল। এর মধ্যেই ঘুম ভেঙে গেল?

[সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার জন্য পা বাড়ায়]

গদাধর। আজ্ঞে—

[কিন্তু গদাধরের কথা শেষ হলো না। নেপথ্যে সহসা লতিকার কণ্ঠ শোনা শোনা গেল।]

লতিকা। [নেপথ্যে] গেল-গেল—ধর-ধর—

[পরক্ষণেই একটা কাঁসার গ্লাস ও একটা বাটী সিঁড়ি দিয়ে ওদের পাশ দিয়ে গড়াতে গড়াতে সশব্দে নেমে আসে।]

অবনী। [চেঁচিয়ে] লতা—লতা—

[পাগলিনীর মতই আলু থালু বেশ, আঁচলটা ভুঁয়ে লোটাচ্ছে' উন্মাদিনী লতিকাকে সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকে নেমে আসতে দেখা যায় চেঁচাতে চেঁচাতে—

লতিকা। গেল গেল—ধর ধর—রাণু, রাণু,—

অবনী। [লতিকাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে] লতা-লতা শোন—শোন—

লতিকা। [প্রবল এক ঝটকায় অবনীকে সরিয়ে নীচে নেমে] সর—সর রাণু, রাণু—

অবনী। [পিছনে নেমে এসে] লতা, লতা—লক্ষ্মীটি শোন—রাণু তোমার আছে—ঘরেই আছে।

লতিকা। না, না—নিয়ে গেল—গলা টিপে ধরে অন্ধকারে নিয়ে গেল। ঐ—ঐ পালাচ্ছে—রাণু—রাণু—

[ছুটে এগুতে গিয়ে ঘরের মধ্যখানে গোল টেবিলটায় বাধা পেলে সেটা এক লাথিতে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে]

এটা—এটা এখানে কেন ?

অবনী। [লতিকাকে ধরবার চেষ্টা করে] লতা, লতা—লক্ষ্মিটী—

লতিকা। [মেঝে থেকে ফুলদানীটা তুলে নিয়ে পাগলিনীর মত] না—না— ছাড় আমাকে—ছাড় — —[ধস্তাধস্তি হয় দুজনে] আঃ—যেতে দাও আমাকে যেতে দাও।

[বলতে বলতে ফুলদানীটাই অবনীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়বার জন্য হাত তুলতেই সেই মুহূর্তে প্রদ্যুৎ এসে ঘরে ঢুকে মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে যায়। তার পরই চীৎকার করে ডেকে ওঠে]

প্রদ্যুৎ। মা—মা—

[মুহূর্তে সেই 'মা' ডাকে লতিকার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। হাতের সেই ফুলদানী হাতেই থাকে। সে স্থির—পাষাণ—]

মা—

[প্রদ্যুৎ লতিকার সামনে এগিয়ে আসে]

লতিকা। কে ?—

প্রদ্যুৎ। মা, মা গো—আমি তোমার খোকা—

লতিকা। [স্বপ্নোত্থিতের মতো] খো—কা—

প্রদ্যুৎ। মা—মা—

লতিকা। [শিথিল হাত থেকে ফুলদানী খসে পড়ে] খোকা—

[প্রদ্যুৎ এগিয়ে এলো একেবারে লতিকার বুকের কাছে। ডাকলো—]

প্রদ্যুৎ। মা—মা গো—

[লতিকা স্পর্শ করে প্রদ্যুৎকে তার গালে]

লতিকা। খোকা—

প্রদ্যুৎ। [দুহাতে লতিকাকে জড়িয়ে] মা—মা গো—

লতিকা। [উৎফুল্ল আনন্দে] খোকা—আমার খোকা—

॥ যবনিকা নেমে এলো ॥

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

॥ দৃশ্য ঃ এক ॥

[রাত্রি। ব্লু-মুন হোটেলের সিনহার ঘর। সিনহা অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। মুখে তাঁর পাইপ। দরজার মাথায় লাল বাল্বটা দপ্ দপ্ করে বার দুই জলে ওঠে।]

সিনহা। কাম্ ইন্—

[নিঃশব্দে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ২০।২১ বছরের কৃশ একটি তরুণী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে সাধারণ বেশ ভূষা, ভীত ও শংকিত পদক্ষেপ।]

তোমারই নাম শিপ্রা?

[শিপ্রা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।]

বোস।

[কুণ্ঠিতভাবে শিপ্রা চেয়ারটার উপরে বসলো। সিনহা এবারে এগিয়ে তার মুখোমুখি সেক্রেটারীয়েট টেবিলটার উপর পা ঝুলিয়ে বসল।]

ইতিপূর্বে তুমি আমাকে কখনো দেখোনি শিপ্রা। তবে তোমাদের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্ ইভা দেবীর কাছে নিশ্চয়ই শুনেছো যে, আমিই একদিন নাম গোত্র হীনা তোমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে আশ্রমে স্থান দিয়েছিলাম।

শিপ্রা। জানি—আপনার দয়ায় আমি বেঁচেছি।

সিনহা। তাই যদি জানো তবে ইভাদেবীর অবাধ্য হও কি করে?

[শিপ্রা নিঃশব্দে মাথা নীচু করে]

শোন শিপ্রা। ইভার কাছে শুনেছি তুমি বুদ্ধিমতী, কিন্তু এখনো আজকের সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তুমি ছেলেমানুষ,

অনভিজ্ঞ। তাই তুমি জানো না যে, আজকের জীবনের চলার পথে যে পাশপোর্টটুকু তোমার সম্বল তাতে করে কোনদিনই তুমি তোমার সার্থকতার স্বর্গে পৌছাতে পারবে না।

শিপ্রা। [কুণ্ঠিত কণ্ঠে] ক্ষমা করবেন মিঃ সিনহা। পাঁচ বছর বয়েস থেকে শুনেছি আপনি আমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন। জীবন দিয়েও আপনার সে ঋণ শোধ করতে পারবো না। কিন্তু স্বর্গে আমার প্রবেশাধিকারের পাশপোর্ট নেই বলেই কি নরকের পথটাই আমাকে নিতে হবে ?

সিনহা। সে যুক্তি থাক। তবে এও জেনো, জীবনে সুযোগ পেয়েও যে সেই সুযোগকে অবহেলা করে, দুঃখের তার অবধি থাকে না। তা ছাড়া সুযোগ মানুষের জীবনে খুব কমই আসে। ও সব foolish idealism আর অন্ধ কুসংস্কারকে ত্যাগ করে তোমার সামনে আজ যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে—

শিপ্রা। মিঃ সিনহা, আপনি আমার পিতৃতুল্য—

[সহসা উঠে সিনহার দু-পা জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন ভরা স্বরে বলে]

দয়া করুন মিঃ সিনহা, মনে করুন আমি যদি আজ আপনারই মেয়ে হতাম, পারতেন কি আমাকে এমনি করে সর্বনাশের পথে—

[চকিতে সিনহা পা ছাড়িয়ে দূরে সরে যায়]

সিনহা। [চীৎকার করে] থাম-থাম- Stop-Stop—for Heaven's sake…

[শিপ্রা তখনও মেঝেতে বসে, তার দুচোখে জল]

শিপ্রা। আমাকে বাঁচতে দিন। এমনি করে আমাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবেন না—

সিনহা। যাও-যাও, তুমি এখান থেকে যাও-যাও—

[সিনহা টেবিলের উপর ভর করে কাঁপতে থাকে। শিপ্রা নিঃশব্দে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। একটু পরে ইভা প্রবেশ করে ঘরে]

ইভা। এ কি করলে স্বজন, শিপ্রাকে ছেড়ে দিলে?

সিনহা। হাঃ হাঃ—that cruel so called honest gentleman who always predominates over সিনহা। যে তোমার মত সে সর্বদা সিনহাকে তাড়া করে ফিরে বেড়াচ্ছে, সেই সেই বিভীষিকা—

ইভা। স্বজন—

সিনহা। যাও যাও ইভা! শিপ্রা থাক তাকে যেতে দাও—দেখতে দাও, দেখতে দাও খুঁজে তাকে তার কল্পনার স্বর্গ।

[ইভা আর কথা বলে না। শিপ্রার মত ঘর ছেড়ে চলে যায়। সিনহা আবার একাকী ঘরের মধ্যে পাইচারি করে। কঁ কঁ করে শব্দ হয়। কালো সেই বাক্সটার দিকে ঝুঁকে পড়ে সিনহা।]

yes! গোকুল—

গোকুল। [মাইকে নেপথ্যে] আহম্মদ দুরাণী।

সিনহা। পাঠিয়ে দাও!

[সিনহা আবার পায়চারি করে]

কল্পনার স্বর্গ! কল্পনার স্বর্গ! Fool! দেখো, দেখো খুঁজে শিপ্রা, তোমার কল্পনার স্বর্গ কোথায়?

[লাল আলোটা জ্বলে ওঠে]

কাম ইন্—

[দীর্ঘকায় আহম্মদ দুরাণী এসে ঘরে প্রবেশ করে। পরিধানে সালোয়ার ও পাঞ্জাবী, গলায় একটা রেশমী

রঙীন রুমাল ফাঁস দেওয়া। একটা চোখ ট্যারা। বিরাট গোঁফ।]

দুরাণী। আদাবরস্, আদাবরস সিনহা সাব— এতনা জরুরী তোলব?

সিনহা। আহম্মদ দুরানী!

দুরাণী। বোলেন—

সিনহা। একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। কাজটা কঠিন, তাই তোমার উপরেই কাজের ভারটা আমি দিতে চাই।

দুরাণী। ফরমাইয়ে সাব—

সিনহা। স্পেশাল ইন্‌টেলিজেণ্ট ব্রাঞ্চের প্রদ্যুৎ বোসকে চেন?

দুরাণী। বেশক। প্রদ্যুৎ বোসকে চেনে না, এ হাপনি কি বোলছেন সিনহা সাব! হাপনার সাথে কাম কারবাব কোরি আর তাকে চিনবে না? লেকেন বাত কেয়া আসে বোলেন তো!

সিনহা। তাকে একদম খতম করে দিতে হবে।

দুরাণী। হ্যাঁ, শালা দুষমন যখন, তোখন কোরতে হোবে বৈকি! তা আমি বোলে কি সিনহা সাব, ও কাজেব ভারটা দোসরা কই কিসিকো দিলে ভাল হতো না। ও শালা বড়ো ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

সিনহা। মনে হচ্ছে দুরানী যেন ভয় পাচ্ছো কাজটায়—

দুরাণী। ভোয়? হাপনি তো জানেন সিনহা সাব, মা হামার কাশ্মিরী বাপ জেরাবাদী পাঠান। তা ছাড়া হাপনার সঙ্গে পরিচয়ও তো হামার এক দো শালকে নয়, সেবার বক্সাব ষ্টেশনে চোরাই মাল সোমেত চারিদিক থেকে পুলিশ যখন ঘেরাও কোরলে, দু-হাতে দুরানীর পিস্তল ছুটেছিল। দশ-দশটা খতম।

সিনহা। তবে আজই বা এই সামান্য কাজটা—

দুরাণী। ও বাত্ নেই আছে সিনহা সাব। বাত হোচ্ছে ও শালা বড় ঝঞ্ঝোটের কাম আছে। সেবারে বক্সার পায়ে গোলি লাগলো তবু পালালাম। তারপর একটা দুটো দিন নয়, শাল। পাঁচ-

পাঁচটা বছর বনে জঙ্গলে, মাঠে-পথে শালা কুত্তার মতো ঘুরেছি পেটে দানা নেই, চোখে ঘুম নেই, গায়ে একটা কুর্তা নেই— নেহি সাব তার চাইতে এই ভালো, নগদা নগদি যো আসে, সো আসে ও সোব কাম কারবারে আর দিল চায় না।

সিনহা। কাজটা করে দিতে পারলে মোটা ইনাম পাবে দুরাণী।

দুরাণী। ইনাম! না সিনহা সাব—ক্ষোমা কোরবেন।

সিনহা। তুমি তাহলে পারবে না ?

দুরাণী। না, সাব—

সিনহা। জানি, জানি, সব বেইমান—

দুরাণী। [গর্জন করে ওঠে] বেইমান। কোন শালা বোলতে পারে দুরানী বেইমান আছে। সে শালার জিভ হামি উপড়ে লিবে না? বেইমান! দুরানী হাপনা হাতে জান দিয়ে দিবে লেকেন বেইমানী কোরবে না আপনার কারবারীর সাথে, তোবে হাঁ—বেইমানী কোই কোরেতো দুরানী ভি শকত বেইমান—

সিনহা। ঠিক আছে। তুমি যেতে পার দুরাণী।

দুরাণী। আদাবরস্।

[দুরাণী নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সিনহা আবার ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পাইচারি করতে লাগল ক্রুদ্ধ আক্রোশে। দরজার মাথার উপরের আলোটা আবার দপ দপ করে জ্বলে ওঠে]

সিনহা। কাম ইন।

[প্রদীপ এসে ঘরে ঢুকলো]

কিছু জানতে পেরেছো ?

প্রদীপ। হ্যাঁ, আমার যতদূর মনে হয়, আমাদের বহ্নির প্রদ্যুৎ বোসের উপরে কিছুটা দুর্বলতা আছে।

সিনহা। সেটা আমি জানি। আর কি জেনেছো বল।
প্রদীপ। গত পরশু প্রদ্যুৎ বোস বহ্নির ফ্ল্যাটে গিয়েছিল।
সিনহা। What ?
প্রদীপ। তবে বহ্নি তার সঙ্গে দেখা করেনি। যেন চেনেই না এই ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
সিনহা। হুঁ। [সিনহা আবার পাইচারি করে, হঠাৎ থেমে] প্রদীপ—
প্রদীপ। বলুন !
সিনহা। আমার সঙ্গে ভাগ্যসূত্রে মিলিয়ে আজ পর্যন্ত তোমার কখনো কোন অনুতাপ জাগেনি তো মনে ?
প্রদীপ। ঠিক কি বলছেন বুঝতে পারছি না মিঃ সিনহা।
সিনহা। আমি জানি প্রদীপ, মানুষ মাত্রেরই এ পথে চলতে গেলে কোন না কোন মুহূর্তে আচমকা দুর্বল হতে পারে কিন্তু জেনো সেটা তার পক্ষে হবে মারাত্মক।
প্রদীপ। সুক্ষণেই হোক কুক্ষণেই হোক, একবার আপনার দলে যখন নাম লিখিয়েছি, জানি পিছনের দরজা আমার চিরদিনের জন্যই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া আপনি তো আমার সব ইতিহাসই জানেন। উপরিওয়ালার চুরির ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারিনি বলেই একদিন আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। আর তারপর সেই মিথ্যা অপবাদে দুই বছর ঘুরে ঘুরেও কোথায়ও চাকরী পাইনি।
সিনহা। একটা কথা মনে রেখো প্রদীপ, তোমার সেই দুঃখ বা অপমানের জ্বালাটাই তোমার যেন একমাত্র সান্ত্বনা না হয়। কারণ জেনো Survival of the fittest ই হচ্ছে আজকের দুনিয়ার একমাত্র কথা। ধর্ম আর নীতিকথা পুঁথিরই অক্ষর মাত্র। নইলে চেয়ে দেখো, যারা চোর, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ তারাই আজ সমাজের বুকে করছে স্বচ্ছন্দ বিহার। আর ভীরুর মত ধর্মের

অনুশাসনকে বুকে আঁকড়ে ধরে যারা বাঁচবার চেষ্টা করছে তারাই আজ Vanquished! যাক যে কথা বলতে চাই তোমাকে। প্রদ্যুতের একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

প্রদীপ। কিন্তু কি ভাবে?

সিনহা। Dont ask silly Questsons. Don't forget সিনহার এজেণ্ট তুমি. যাও।

প্রদীপ। কিন্তু—

সিনহা। যাও। No more questions. মনে রেখো আমার কাছে how বা why নেই। either do or die! যাও।

[প্রদীপ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়; সিনহা তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে]

॥ ধীরে ধীরে মঞ্চ ঘুরে গেল ॥

॥ দৃশ্য : দুই ॥

[রাত্রি। নিশানগড় প্যালেসে কুমার দিব্যেন্দুর সেই পূর্বেকার ঘর। একাকী ঘরের মধ্যে বসে বসে দিব্যেন্দু মদ্যপান করে চলেছে। সামনে ত্রিপয়ের উপর মদের বোতল, সোডা সাইফান ও পেগ গ্লাস। বাইরে সেন সাহেবের গলা শোনা গেল।]

সেন। [নেপথ্যে]

—ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়
তিমির বিদারী উদার অভ্যুদয়—

দিব্যেন্দু। এসো, এসো সেন সাহেব।

[পরিধানে সাদা লংস ও সার্ট ও লুজ, নটের টাই গলায়, রুক্ষ চুল সেন সাহেব ঘরে এসে প্রবেশ করতেই দিব্যেন্দু অভ্যর্থনা জানায়।]

বোস, বোস—ব্যারিষ্টার –

[সেন সাহেব বসতে গিয়ে সহসা দিব্যেন্দুর গালে একটা দীর্ঘ ক্ষত চিহ্ন লক্ষ্য করে সবিস্ময়ে বলে ওঠে।]

সেন। আরে, আরে What's that! শ্রীমুখপঙ্কজে ও কিসের চিহ্ন কুমার সাহেব? কাল রজনীতে বুঝি ঝড় বয়ে গেছে রজনী গন্ধার বনে?

[বলে সেন সাহেব সোফায় বসে]

দিবেন্দু। [একটা গ্লাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে সেনের দিকে এগিয়ে দিতে মৃদু হেসে] Here you are! [একটু থেমে] হ্যাঁ ঝড়ই বটে সাইক্লোন।

সেন। [মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে]
অগ্নিক্ষরা হে গরল সুধা,
রক্ত সিন্ধু উদ্বেলিত—
উচ্ছলিত হিয়া, তুমি সত্য শুধু
মিথ্যা আর সব।

দিব্যেন্দু। সেন সাহেব—

সেন। Yes!

দিব্যেন্দু। আচ্ছা তুমি কখনো ভালবেসেছো?

সেন। নিশ্চয়ই। [মদ্যপূর্ণ গ্লাসটা সামনে ধরে] Here is my love.
My sweet and sweet heart :—
এ জীবনের যে কটা দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুধার পাত্র অল্প কিছু আহার মাত্র

দিব্যেন্দু। আহা, না-না-বলছিলাম কোন মেয়ে—মানে কোন নারীর—

সেন। নারী, woman!

If all the harm that women have done
Were put in a bundle and rolled in to one,
Earth would not hold it
The sky would not enfold it—
It could not be lighted nor warm by the sun.

[একটু থেমে গ্লাসে আবার একটা চুমুক দিয়ে] হ্যাঁ, কি বলছিলে কুমার, প্রেম! প্রেম শুধু মিথ্যা বন্ধু, জেনো চিরকাল। প্রেম কল্পনার রঙীন ফানুষ। ভাবের হাওয়ায় ঠাসা, এতটুকু ছোট্ট একটি পিনের আঘাতও সইতে পারে না। ফুস করে অমনি চুপসে যায়। [আবার গ্লাসে চুমুক দিয়ে] তবু কত ঢং, আবার বলে আমি তোমায় ভালবাসি গো ভালবাসি। what they know of love! Prostitutes know only Prostitution!

দিব্যেন্দু। কিন্তু কে সে নারী ব্যারিষ্টার যে এমনি করে তোমাকে দাগা দিয়ে গিয়েছে?

সেন। Ah! getting interested! কিন্তু বন্ধু কাহিনী অতীব সংক্ষিপ্ত—

দিব্যেন্দু। সংক্ষিপ্ত?

সেন। হ্যাঁ, যদিও long, long ten years I was be fooled!

দিব্যেন্দু। বল কি?

সেন। হ্যাঁ, but great salam to her! দশ বৎসর পরে অকস্মাৎ সে একদিন ছোট্ট একটি পত্র মারফৎ সব কিছুরই উপর টেনে দিল পূর্ণচ্ছেদ। Full stop!

দিব্যেন্দু। Really?

সেন। হ্যাঁ, আর আমিও বললাম তোমারই ইচ্ছা আমারই ইচ্ছা দেবী…

দিব্যেন্দু। তারপর?

সেন। তারপর আর কি? নাটকের যবনিকা পতনের পর আর কিছু থাকে নাকি? শূন্য রংগমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ।… …যেতে দাও ব্রাদার that old past। কিন্তু কই বললে না তো তুমি কুমার গালে তোমার ও কিসের চিহ্ন?

দিব্যেন্দু। কাল রাত্রে একটি মেয়ে চাবুক মেরেছে গালে—

সেন। Not a kiss but a whip! bravo……কিন্তু বন্ধু, কে সেই চিত্ত চমৎকারিণী অঘটন পটিয়সী—

[লজপৎ এসে ঘরে ঢুকলো]

লজপৎ। সাব—

দিব্যেন্দু। কেয়া—

লজপৎ। দুরাণী সাব—

দিব্যেন্দু নিচুমে বৈঠনে দো।

[লজপৎ চলে গেল]

সেন। দুরাণী, আহম্মদ দুরাণী! এতরাত্রে তোমার এখানে? ব্যাপার কি কুমার?

দিব্যেন্দু বোধ হয় কোন প্রয়োজন আছে।

সেন। প্রয়োজনটা তার, না তোমার! যাক গে—

[সেন উঠে পড়ে সোফা ছেড়ে]

দিব্যেন্দু। ও কি! এর মধ্যে উঠছো কেন ব্যারিষ্টার? বসো বসো—

সেন। না কুমার! কি জানি কেন ঐ দুরাণী লোকটাকে একদম আমি সহ্য করতে পারি না। ওর গায়ে যেন কেমন একটা offensive smell আছে—

[দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে]

মনে কিছু করো না কুমার, I like you তাই একটা কথা বলে যাই, পারতো ওকে এড়িয়েই চলো।

দিব্যেন্দু। এড়িয়ে চলবো ?

সেন। হ্যাঁ, উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে একদিন অনেক নাড়া চাড়া করেছি, মনে পড়ে একটা যেন ফুলের কথা পড়েছিলাম, অপূর্ব সুন্দর ফুল, মধু কোষটি বুকে নিয়ে রঙিন পাপড়ি মেলে হাওয়ায় দোলে। মধু লোভী মৌমাছি যেই তার উপরে এসে বসে ধীরে ধীরে পাপড়িগুলো যায় বুজে। আচ্ছা চলি। good night!......

[সেন সাহেব চলে গেল। মৃদু হেসে দিব্যেন্দু গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ডাকে]

দিব্যেন্দু। লজপৎ!

[লজপৎ এসে ঘরে ঢুকলো]

ভুরাণী-কো এহি কামরামে লাও—

[লজপৎ চলে গেল]

[দিব্যেন্দু উঠে পাইচারি করতে করতে]

দিব্যেন্দু। বহ্নিশিখা! ....

[দিব্যেন্দু পাইচারী করতে থাকে। একটু পরে ভুরাণী এসে ঘরে ঢোকে।]

ভুরাণী। আদাবরস্, আদাবরস্ কুমার সাব—

দিব্যেন্দু। এসো ভুরাণী বসো। Have drink

[ভুরাণী সোফায় বসে গ্লাসে মদ ঢেলে নেয়]

ভুরাণী। লেকেন এত্তো জরুরী তোলব কেন কুমার সাব এ অধীন কে ?

দিব্যেন্দু। ভুরাণী—

ভুরাণী। বোলেন কুমার সাব—

দিব্যেন্দু। আমার একটা যে কাজ করে দিতে হবে ভুরাণী সাহেব।......

হুরাণী। বোলেন, বান্দা হাজির।

দিব্যেন্দু। সিনহার দলে একটা মেয়ে আছে জানো, বহ্নি—

হুরাণী। [চোখটা কুঁচকে] বোহ্নি!

দিব্যেন্দু। হ্যাঁ বহ্নি! তাকে আমার চাই।

হুরাণী। আচ্ছা এহি বাত্ আছে—

[গ্লাসে হুরাণী চুমুক দেয়]

দিব্যেন্দু। যত টাকা লাগে পাবে তুমি, মোদ্দা ঐ মেয়েটাকে আমার চাই।

হুরাণী। বোঝলাম, কিন্তু কুমার সাব একঠো বাত বোলবো?

দিব্যেন্দু। কি?

হুরাণী। বোলছিলাম এ মতলব হাপনি ছোড়িয়ে দিন। সিনহাকে হাপনি জানেন না লেকেন হামি জানে। ও শালা মানুষ নয়, সাক্ষাৎ শোয়তান। শালা সাপের চাইতেও খল, শেরের চাইতেও ভি হিংস্র—

দিব্যেন্দু। বুঝেছি সিনহার ভয়ে তুমি—

হুরাণী। না কুমার সাব, ভোয় হুরাণী এ হুনিয়ায় কাউকে কোরে না। ও বাত নেই আছে। বলছিলাম, শুধু সিনহাই নয়। ও বহ্নি ফহ্নির জাত ভি আলাদা আছে।

দিব্যেন্দু। ও কথা যেতে দাও হুরাণী। আমি শুধু জানতে চাই আমার কাজটা তোমার দ্বারা হাসিল হবে কিনা?

হুরাণী। [illegible]—বহ্নিকে আপনার চাই-ই—

দিব্যেন্দু। হুঁ।

হুরাণী। বেশ।

দিব্যেন্দু। এখন কত চাও বলো।

হুরাণী। তবেই তো মুস্কিলে ফেললেন কুমার সাব, উমীর বাদসা আদমী আছেন হাপনারা হাপনাদের তো হাত ঝাড়লেই পর্বোত—

দিব্যেন্দু। তবু—

হুরাণী। কত আর দেবেন, বিশ হাজার—

দিব্যেন্দু। বিশ হাজার?

হুরাণী। বুঝতেই তো পারছেন কামটা ভি সহজ নয়—ঝুক্কি ভি আছে—

দিব্যেন্দু। [একটু যেন ভেবে] বেশ তাই হবে, তাই পাবে।

হুরাণী। ব্যাস ব্যাস—তোবে—[হাত পাতে] আজ দশ হাজার—

দিব্যেন্দু। আজই—

হুরাণী। হাপনি তো জানেন কুমার সাব, হুরাণী যা কোরে নগদা নগদি—

[হাত পেতেই হাসতে থাকে হুরাণী]

॥ মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায় ॥

॥ দৃশ্য ঃ তিন ॥

[রাত্রি। বিলাসবিহারীর পূর্বেকার লাইব্রেরী ঘর। চেয়ারে বসে বিলাস কি একটা খাতায় লিখছে। দরজায় টুক টুক করে আওয়াজ হয়। চমকে খাতা বন্ধ করে বিলাস বলে]

বিলাস। কে?

[নেপথ্যে কল্যাণীর কণ্ঠ শোনা যায়]

কল্যাণী। [নেপথ্যে] আমি কল্যাণী।

বিলাস। এসো।

[কল্যাণী ভিতরে এসে প্রবেশ করলো, তার গায়ে একটা চাদর। দেখে মনে হয় কোথাও যেন বেরুচ্ছে এখুনি। বিলাস বিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়]

কল্যাণী। একটা কথা বলতে এলাম!

বিলাস। কি! তোমার সেই চিরাচরিত আক্ষেপ নয় তো? তা হলে বলবো বৃথাই সেই চর্বিত চর্বন করে তোমার বা আমার কোন পক্ষেরই তো লাভ নেই।

কল্যাণী। না, সে সব কিছু নয়। আমি আর অসীম আজই চলে যাচ্ছি।

বিলাস। মানে এই রাত্রে?

কল্যাণী। হ্যাঁ, কারণ রাত্রের এই সময় ছাড়া তো তোমার কাছ থেকে দেখা করে বিদায় চেয়ে নেবার—

বিলাস। তা বটে!

কল্যাণী। সেইটুকু বলতেই—

বিলাস। যাওয়াটা তাহলে একেবারেই ঠিক করে ফেলেছো?

কল্যাণী। হ্যাঁ।

বিলাস। ভাল। তাহলে এতদিন বাদে শেষ পর্যন্ত তোমার এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পন্থাই রইলো না!

কল্যাণী। রাগ বা বিদ্বেষের কথা নয়। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ তুমি, বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে এ ছাড়া আমার আর কিই বা পথ ছিল?

বিলাস। বাসা—স্থান ছাড়া স্থিরই যখন করে ফেলেছো একেবারে, বাধাও নিশ্চয়ই আমি দেব না। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি যাবে কোথায়?

কল্যাণী। তোমার এই সোনার খাঁচা ছাড়াও পৃথিবীতে এখনো খোলা আকাশ আছে বৈকি!

বিলাস। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু সোনার খাঁচা হলেও সেটা নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয়। আর সেই আশ্রয়ও নিরালম্ব খোলা আকাশের মধ্যে একটা পার্থক্যও আছে বৈ কি। তা ছাড়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান বলে জীবন ধারণের সব চাইতে যে মোটা কথাটা—

কল্যাণী। আবার নিশ্চিন্ত লভ্য সুস্বাদু, সুপেয় খাদ্যও যে অনেক সময় গলা দিয়ে নামতে চায় না তাও আশা করি তোমার অজানা নেই।

বিলাস। [illegible]—থাক—তা যাওয়াটা যখন ঠিকই করেছিলে তখন এই মিথ্যে সংবাদ পরিবেশনটারই বা কি দরকার ছিলো ?

কল্যাণী। তা তুমি বলতে পার। কিন্তু তুমিই যখন একদিন আমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলে—

[বিলাস পাইচারি করছিল। সহসা থেমে]

বিলাস। ও তা হলে এটা সেই কৃতজ্ঞতারই ঋণ শোধ বল।

কল্যাণী। ঋণ শোধ ! না, তুমি স্বীকার না করলেও আমি আমাদের সম্পর্কটা চিরদিনই স্বীকার করে এসেছি আর—

বিলাস। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি সেই সম্পর্কটাই যখন মুছে ফেলে চলে যাচ্ছো, তখন এই পরিহাসটুকুরই বা কি প্রয়োজন ছিল ?

কল্যাণী। পরিহাস ! তা তোমার কাছে তো পরিহাসই। আর এই কাছাকাছি থেকেও যোজন ব্যাপী দূরত্বের এই পরিহাসটা আর সহ্য করতে পারছিলাম না বলেই—

বিলাস। বেশ। যাও, তবে হ্যাঁ, তোমার প্রয়োজন মত খুশিমত অর্থ তুমি নিয়ে যেতে পারো।

কল্যাণী। না, চিরদিনের মত তোমার এই সব কিছু ছেড়ে যখন চলেই যাচ্ছি তারও আর প্রয়োজন হবে না।

বিলাস। কিন্তু আমি যদি বলি, আমার সব কিছুই যখন ছেড়ে চলে যাচ্ছো তখন আমার সম্পর্কের—তোমার সিঁথির ঐ সিন্দুরটুকুও তোমাকে এখানেই রেখে যেতে হবে আজ। আর তা না করা পর্যন্ত তোমার যাওয়া হবে না।

কল্যাণী। তা হলে বলবো মিথ্যে পণ্ডশ্রমই করবে মাত্র।

বিলাস। মিথ্যে পণ্ডশ্রম !

কল্যাণী। হ্যাঁ, কারণ ঐ সম্পর্কের মধ্যে তোমার এবং আমার অধিকার উভয়েরই সমান।

বিলাস। কল্যাণী।

কল্যাণী। হ্যাঁ, আজ চির বিদায়ের আগে আর একটা কথাও তোমাকে বলে যাচ্ছি, তোমার নীতি নেই, সংস্কার নেই, চারিত্রিক নিষ্ঠাও নেই।

বিলাস। কি বললে?

কল্যাণী। তাই। আছে কেবল তোমার একটা নিদারুণ অহং জ্ঞান। নারী ও পুরুষের মধ্যে, নারী ও পুরুষই বা বলি কেন, প্রতি মানুষের পরস্পরের যে সহজাত ভালবাসা প্রীতির দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে পরস্পরের জীবন সার্থক হয়ে ওঠে তার সন্ধান যদি কোন দিন পাও, তোমার নিজের ঐ চারপাশের আত্ম দম্ভের যবনিকাটা, যা তোমার সহজ বিচার ও শুভ বুদ্ধিকে আবৃত করে রেখেছে, যদি কোন দিন সেটা খুলে ফেলতে পারো তো দেখবে, কেবল মাত্র বিকৃত মনগড়া, নিষ্ঠুর দম্ভ আর অহং দিয়েই জগৎটা গড়া নয়।

বিলাস। ভুল! ভুল তোমার—

কল্যাণী। না ভুল নয়। আর আমার ধারণা যদি মিথ্যা না হয় তো, নিশ্চয়ই প্রথম জীবনে কোন না কোন নারীর কাছে কোন নিদারুণ আঘাত তুমি পেয়েছিলে—

বিলাস। থাম, থাম কল্যাণী—

কল্যাণী। হ্যাঁ, তাই হয় তো তোমার সমস্ত বিষয় বুদ্ধি বিষিয়ে আছে। কিন্তু জেনো নারী জাতির সেটাই শেষ ও চরম কথা নয়। তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধির কাছে আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, তুচ্ছ, সামান্য। তবু আজ আবার বলে যাচ্ছি, একদিন বুঝতে পারবে মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি জন্মগত, নিক্তির তুলাদণ্ডে জীবনের সব কিছুই বিচার করা চলে না। ভুল মাত্রেরই যেমন ক্ষমা আছে তেমনি গরলের পাশেই আছে অমৃত। [একটু থেমে] যাক আজ মনের ক্ষোভে অনেক কথাই বললাম। পার তো ক্ষমা

করো—আর ইহ জীবনে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

[বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে বিলাস বিহারীকে কল্যাণী প্রণাম করতে যেতেই বিলাস সরে গেলো। কল্যাণী মুখ তুলে তাকালো]

আমাব প্রণাম নেবে না?

বিলাস। [কঠিন কণ্ঠে] না, সমস্ত সম্পর্কটুকুই যখন শেষ করে দিয়ে চলে যাচ্ছো তখন এই পবিহাসটুকু আর নাই বা করলে।

কল্যাণী। বেশ, পা স্পর্শ করতে না দাও, দূর থেকেই আমি আমার শেষ প্রণাম জানিযে যাচ্ছি।

[বলতে বলতে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে আঁচল থেকে চাবিব গোছাটা খুলে টেবিলের উপর রেখে বলে]

এই তোমার সংসারেব চাবি রইলো। সমস্ত যেখানকার যা তেমনিই রইলো।

[কল্যাণী ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে যায়। বিলাস বিহাবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে ঘবের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তাবপব অস্থির ভাবে পাইচারি করতে থাকে। মাইকে ঐ সময় কল্যাণীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে]

কল্যাণী। [নেপথ্যে মাইকে] মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি জন্মগত। নিক্তির তুলাদণ্ডে জীবনের সব কিছুরই বিচার করা চলে না। ভুল মাত্রেরই যেমন ক্ষমা আছে তেমনি গরলের পাশেই আছে অমৃত।

বিলাস। [চীৎকার করে] না—না—ভুল নয়, ভুল নয়। শুনে যাও কল্যাণী, তোমাদের ঐ মিথ্যে নীতি কথা আমি মানি না—মানি না।

[বিলাস বিহারীর ঐ কথার উপর আলো নিভে যাবে]

॥ মঞ্চ ঘুরে গেল ॥

॥ দৃশ্য : চার ॥

[রাত্রি। নর্তকী আজুরীবাঈ এর বাড়ির সুদৃশ্য একটি কক্ষ। নর্তকীর রুচি অনুযায়ী সুসজ্জিত। মেঝেতে ফরাস বিছানো। তাকিয়া রয়েছে। একটি মেয়ে বসে বসে গান গাইছে। তার পাশে বসে পেশোয়াজ পরিহিতা আজুরী তাল দিচ্ছে। তবলচী ও সারেঙ্গী সংগত করছে। পর্দা ফেলা ঘরের একটি মাত্র দ্বার পথ পশ্চাতে দেখা যাচ্ছে। দ্বারের এক পাশে সোফা পাতা। সেই সোফায় বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছে ধনী মুসলমানের বেশে সেরওয়ানী ও পায়জামা পরিহিত ছদ্মবেশী মনোহর চৌধুরী। মনোহর মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে]

[গান চলার মধ্যেই আজুরী এক সময় উঠে নাচতে সুরু করে ঐ সময় চকিতে পর্দার আড়ালে ক্ষণিকের জন্য আহম্মদ দুরাণীর মুখটা উঁকি দিয়ে সরে গেল। শেষে এক সময় গান শেষ হলে আজুরীর ইঙ্গিতে সারেঙ্গী ও তবলচী ও মেয়েটি ঘর ছেড়ে চলে যায়]

আজুরী। [মৃদু হেসে] তারপর ফরমাইয়ে খান সাব।

মনোহর। [নিম্ন কণ্ঠে] দুরাণী আর এসেছিল ?

আজুরী। ও তো হামেশাই আসে।

মনোহর। হুঁ। কিছু জানতে পারলে ?

[বাইরে পদশব্দ শোনা যেতেই চকিতে ঠোঁটে আঙুল তুলে আজুরী বলে।]

আজুরী। চুপ, না খান সাহেব—বাইরে আমি মুজরা নিয়ে তো কখনো যাই না। দরকার হলে এখানেই তাদের আসতে বলবেন।

[আহম্মদ দুরাণী এসে ঘরে প্রবেশ করে। তির্যক দৃষ্টিতে সে মনোহরের মুখের দিকে তাকায়।]

মনোহর। বেশ তাই তাদের বলবো। আচ্ছা চলি, নমস্তে বাইজী।

[মনোহর চলে গেল]

দুরাণী। তারপর আজুরী বাঈ, নতুন মেহেবানটি কে?

আজুরী। [অর্থপূর্ণ হাসি হেসে] মনের মানুষ—

দুরাণী। আচ্ছা!

[বলেই সহসা দুরাণী তার কোমরের থেকে একটা ধারালো ছোরা বের করে সেটা লুফতে লুফতে রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বলে।]

মেরে বিল্লী তব নয়া খেল শুরু কিয়া?

আজুরী। [বাঁকা ভাবে চেয়ে] হিংসা?

দুরাণী। হিংসা? কিসিসে? ও যো আয়া থা। নেহি বিবিসাব, লেকেন তুম্ তো জানতি হো পিয়ারী, বেইমানী সে দুরাণীর শকত্ নফরৎ—[সহসা কঠিন গলা করে] আজুরী বাঈ—

আজুরী। কিসিসে তুম আঁখ দেখাতে হো।…কিউ তুম ভুল গিয়া কেয়া আজুরী বাঈ কো!

[হো হো করে আহম্মদ দুরাণী হেসে ওঠে]

দুরাণী। আজুরী বাঈ?

আজুরী। হাঁ—জী—

[সহসা ঐ সময় বাইরে গোকুলের কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

গোকুল। [নেপথ্যে] দুরাণী সাব!

হুরাণী। আরে কেও ঘোষ সাব? আইয়ে—আইয়ে সাব অন্দরমে আইয়ে—

[গোকুল এসে ঘরে প্রবেশ করে]

আসেন আসেন ঘোষ সাহেব—বইঠিয়ে—

[গোকুল বসে]

গোকুল। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল হুরাণী।

[হুরাণী আজুরীকে ইঙ্গিত করতেই সে ঘর ছেড়ে চলে যায়।]

হুরাণী। বোলেন।

গোকুল। [এ দিক ও দিক চেয়ে দেখে একবার পরে নিম্নকণ্ঠে বলে] তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি, জেনো যেমন গোপনীয় তেমনি মারাত্মক। বিশ্বাস করতে পারি তোমাকে আমি—

হুরাণী। [রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে] বোলেন—

গোকুল। সিনহার মতলব কিছু বুঝতে পারছো হুরাণী?

হুরাণী। সিনহা?

গোকুল। হ্যাঁ, তোমাকে আর আমাকে সম্পূর্ণ ফাঁকী দিয়ে সে সব কিছুই একা গ্রাস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—

হুরাণী। নেই, নেই ঘোষ সাব। সিনহা—ছোঃ এ হামি বিশওয়াস করতে পারি না। সিনহা—নেই ঘোষ সাব—বেইমানী ওর রক্তে নেই।

গোকুল। গত মাসে কত শেয়ার পেয়েছো তুমি?

হুরাণী। চার হাজার।

গোকুল। কত লেন দেন হয়েছে জানো? বিশ হাজার—তা হলে তোমার শেয়ার কত হয়।

হুরাণী। সাচ্ বোলছেন ঘোষ সাব?

গোকুল। লেজারের খাতাটা খুলে দোব, এসে দেখো। তাহলেই বুঝবে.

পারবে। তাছাড়া জেনো তোমাকে শিগগীরই সরতে হবে।

হুরাণী। গোকুল বাবু—

গোকুল। তাই বলছিলাম—

[চকিতে আজুরী বাঈয়ের মুখখানা দ্বার পথে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।]

হুরাণী। শোনেন গোকুল বাবু, আপনার বাত যদি ঠিক হোয় তো সিনহাকে বোঝাপড়া কোরতে হোবে হুরাণীর সঙ্গে জরুর। বারা শালের দোস্তি হামাদের—লেকেন বেইমানী—বেইমানীসে হুরাণীর শকৎ নফরৎ।

[ছোরাটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে কঠিন শান্ত কণ্ঠে]

হুরাণী। ঠিক আছে, সিনহা বেইমান! তোবে হুরাণীকে সে চেনেনি। আচ্ছা ঘোষ সাব—আপনি বোসেন হামি আসছে—

[হুরাণী ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হুরাণীর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গোকুলের কুৎসিত মুখটায় একটা জঘন্য কুৎসিত হাসি ফুটে ওঠে।]

গোকুল। গোখরো সাপের লেজে তুমি পা দিয়েছিলে সুজন। ঐ পাঠান জেরাবাদীর বাচ্চা দিয়ে আগে তোমাকে উপড়ে ফেলি তারপর হুরাণী, তোমাকে মাৎ করতে বোড়ের একটি চাল—

[নিঃশব্দে আজুরীবাঈ ঘরে ঢোকে]

আজুরী। কি বিড় বিড় করে বকছো আপন মনে ঘোষ বাবু!

গোকুল। [চমকে] কে? ও বিবি সাহেবা—[কণ্ঠস্বর পরমুহূর্তেই পালটে] কিউ বিবি সাহেবা তবিয়ৎ আচ্ছা হায় তো?

আজুরী। আপ লোগনকো মেহেরবানী।—

গোকুল। আচ্ছা, আজ তবে চলি বিবি সাহেবা—

আজুরী। এখুনি যাবেন? বোসবেন না থোড়া—

গোকুল। না, আজ নয়—চলি কেমন ?

[গোকুল আজুরীবাঈয়ের গালে একটা মৃদু টোকা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

॥ মঞ্চ ঘুরে গেল ॥

॥ দৃশ্য : পাঁচ ॥

[অবনী রায়ের গৃহের সেই পূর্ব পরিচিত অভ্যন্তরাংশ। দোতলার সিঁড়ি ও সামনের ঘর। প্রথমে প্রদ্যুৎকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা গেল। ঘরে প্রবেশ করেই সে পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকালো যে দরজা পথে ক্ষণকাল পূর্বে সে প্রবেশ করেছে।]

প্রদ্যুৎ। কই শিপ্রা শিপ্রা দেবী, আসুন, দাঁড়ালেন কেন ?

[কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে পুনরায় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই নিঃশব্দে কুণ্ঠিত পদে শিপ্রা ঘরে পা দিল।]

আসুন, আপনি যা ভয় করছেন আমার মার সঙ্গে আলাপ হলে দেখবেন তার কোন কারণ নেই।

শিপ্রা। আপনি, না, না প্রদ্যুৎবাবু, আমার সত্যকারের পরিচয়টা তো আপনাকে আমি বলেছি। নাম গোত্র পরিচয়হীনা! মিঃ সিনহার আশ্রয়ে ছিলাম, তারপর তিনি যখন আমাকে পথে বের করে দিলেন—

প্রদ্যুৎ। সব জেনে শুনেই তো আপনাকে আমি মার আশ্রয়ে নিয়ে এলাম।

শিপ্রা। কিন্তু আমার সত্যপরিচয়টা না দিয়ে তো এখানে আমি থাকতে পারবো না প্রদ্যুৎ বাবু—

প্রদ্যুৎ। নিশ্চয়ই। দেবেন বৈ কি সত্য পরিচয়, আমিই দেবো।

[ঐ সময় ভৃত্য গদাধরকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখা গেল।]

গদাধর। এই যে দাদাবাবু, আপনি কখন এলে গো?

[শিপ্রার দিকে চেয়ে]

ইনি কে বটে দাদাবাবু?

প্রদ্যুৎ। তা দিয়ে তোমার দরকারটা কি বটে? মা কি করছে রে?

গদাধর। তিনি তো এইমাত্র দেখে এনু পূজার ঘরটি থেকে বেরুলেন বটে।

প্রদ্যুৎ। যা জলদি গিয়ে মাকে এখানে পাঠিয়ে দে। বলবি আমি ডাকছি। কই যা! তবু হনুমানের মতো দাঁড়িয়ে রইলো দেখো—

গদাধর। যেচি গো যেচি—

[গদাধর উপরে উঠে গেল। শিপ্রা আবার বলে]

শিপ্রা। আমি, আমি বরং চলেই যাই প্রদ্যুৎবাবু—

প্রদ্যুৎ। যাবেন তো, কিন্তু কোথায়?

শিপ্রা। তা তো জানি না, তবে পথ তো আছে।

প্রদ্যুৎ। হ্যাঁ তা আছে। তবে সেদিনকার অভিজ্ঞতাটা কি ভুলে গেলেন। পাগলামী করবেন না বসুন। মা এখুনি আসছেন।

শিপ্রা। না-না তাঁকে কোন কথা না জানিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারবো না। আমি বরং রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আগে আপনি তাঁকে আমার সমস্ত সত্য পরিচয় দিন। তারপর তিনি যদি আমাকে আশ্রয় দেন তো—

প্রদ্যুৎ। বেশ, আপনার যখন তাই ইচ্ছা, তাই হোক। পাশের ঘরে গিয়ে আপনি বসুন। মার সঙ্গে আমি আগে কথা বলে নিই। চলুন—

[পর্দা তুলে প্রছ্যুৎ শিপ্রাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। ঐ সময় দেখা গেল লতিকা একাকিনী সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। পরক্ষণেই প্রছ্যুৎ আবার কক্ষে প্রবেশ করলো ও ছুজনার চোখাচোখি হলো।]

লতিকা। খোকা, কে একটি মেয়ে তোর সঙ্গে এসেছে ?

প্রছ্যুৎ। এসো মা, বসো—

লতিকা। কিন্তু কোথায় সে ?

[লতিকা একটি চেয়ারে বসে। প্রছ্যুৎও তাঁর পাশেই বসে।]

প্রছ্যুৎ। মা।

লতিকা। কি রে ?

প্রছ্যুৎ। আচ্ছা মা ধরো, আজ যদি তোমার সেই ছোট্ট মেয়ে হারানো রানুকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় সত্যি সত্যিই—

লতিকা। খোকা—

প্রছ্যুৎ। হ্যাঁ মা, সত্যিই তাকে যদি আজ আমি খুঁজে পেয়ে থাকি, তুমি, তুমি তাকে নেবে তো ?

[লতিকা কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে]

লতিকা। বিশ্বাস কর বাবা, গর্ভের সন্তানকে পেয়েও হারিয়েছি কিন্তু সে যদি আজ বেঁচে থাকতোও তবু তোর চাইতে বেশী আমার স্নেহের বা ভালবাসার পাত্র হতো না।

প্রছ্যুৎ। মা [বলেই সহসা ছুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে] জানি মা জানি, আমার নিজের মা বেঁচে থাকলেও আজ তিনি আমাকে তোমার মত ভালবাসতে পারতেন না।

লতিকা। [সস্নেহে প্রছ্যুতের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে] ভগবান তোকে দিয়েই আমার সমস্ত বুকখানাই ভরিয়ে দিয়েছেন বাবা।

আর তো সেখানে জায়গা নেই। কাউকেই আর আমার চাই না রে, কাউকেই আর আমাব চাই না।

প্রদ্যুৎ। শোন মা, পরশু রাত্রে বাস্তায় একটি পথহাবা মেয়েকে আমি খুঁজে পেয়েছি। এবং এ দুদিন ধরে একটা হোটেলে তাকে রেখে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং পরীক্ষা করে আমাব যতদূব মনে হয়েছে—

লতিকা। কি, কি বলছিস তুই? সত্যি—সত্যি বলছিস?

প্রদ্যুৎ। তোমাব সন্তানকে তোমার মায়েব দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত তো আমি একেবারে স্থির নিশ্চয় করে বলতে পারি না মা যে সে তোমারই সন্তান। সেই তোমার হাবানো রানু।

লতিকা। তার থুতনির সেই কাটা দাগ! পিঠেব সেই লাল জরুল?

প্রদ্যুৎ। থুতনির কাটা দাগ আছে। পিঠেব জরুলের কথা বলতে পারি না। তবে সেও তার পাঁচ বছব বয়সেই হারিয়ে গিয়েছিল।

লতিকা। তাব, তার মা বাপের কথা—

প্রদ্যুৎ। সে সব তাব মনে নেই। [একটু থেমে] তাকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি মা। পাশের ঘরে সে অপেক্ষা করছে। ডাকি তাকে?

লতিকা। কিন্তু—

প্রদ্যুৎ। কি হলো মা?

লতিকা। কিন্তু এতদিন সে কি অবস্থায় কোথায় কাদের মধ্যে ছিল—

প্রদ্যুৎ। বিশ্বাস করো মা, আমার যদি এ দুদিনের পরিচয়ে তাকে ভুল না হয়ে থাকে তো, সে এখনো নির্মল, শুদ্ধ রয়েছে। তোমার, তোমার মেয়ে বলে পরিচয় দিতে তার কোন বাধাই নেই।

লতিকা। ওঁকে উপর থেকে একবার ডেকে আনলে হতো না খোকা?

প্রদ্যুৎ। সে পরে হবে মা। আগে তুমি তাকে দেখো, কথা বলো—তারপর—

লতিকা। বেশ।

প্রদ্যুৎ। হ্যাঁ আর একটা কথা মা। আমার সন্দেহের কথা এখনোও তাকে ঘুনাক্ষরেও জানতে দিই নি। আজ তোমার বিচারে যদি নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় যে সেই তোমার হারানো মেয়ে বাণু, তাহলেও তাকে কোন কথা জানতে দিও না।

লতিকা। জানতে দেবো না?

প্রদ্যুৎ। না, কারণ তার মুখের কথাতেই তার অতীত এই কয় বৎসরের ইতিহাসকে আমরা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু তোমার মেয়ে যে, সে তো কেবল তার জন্মস্বত্ব নিয়েই এতকাল পরে অন্ধকার এক জগতে এতদিন কাটিয়ে এসে তার জায়গা এ বাড়িতে, তোমার বুকে পেতে পারে না মা। আর আমরাও তা স্বীকার করে নিতে পারি না। তাকে তার দাবীর পরিচয় দিতে হবে। যদি সেই পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারে, তবেই সেই তোমার হারানো মেয়ে বাণু। নইলে নয়।

[লতিকা চুপ করে থাকে]

তুমি বসো মা, আমি তাকে এখানে নিয়ে আসছি।

[প্রদ্যুৎ চলে গেল ঘর ছেড়ে। লতিকা পাথরের মতই যেন বসে থাকে। ঢং ঢং করে রাত এগারোটা ঘোষিত করলো। প্রদ্যুৎ শিপ্রাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।]

প্রদ্যুৎ। আসুন শিপ্রা দেবী। এই আমার মা।

[শিপ্রা এগিয়ে লতিকাকে প্রণাম করে]

লতিকা। থাক, বেঁচে থাকো মা—

প্রদ্যুৎ। আপনার সব কথাই বলেছি মাকে। আলাপ করুন। আমি আসছি।

[প্রদ্যুৎ ঘর ছেড়ে চলে যায়। শিপ্রা তখনো অধোবদনে লতিকার সামনে দাঁড়িয়ে। লতিকা ক্ষণকাল শিপ্রার মুখের দিকে চেয়ে ডাকেন।]

লতিকা। এসো মা বসো।

[শিপ্রা কুণ্ঠিতভাবে লতিকার সামনে বসে]

তোমার, তোমার নাম শিপ্রা ?

শিপ্রা। হ্যাঁ।

লতিকা। আর, আর তোমার কোন নাম নেই ?

শিপ্রা। না।

লতিকা। তুমি, তুমি খুব ছেলেবেলায় হারিয়ে গিয়েছিলে ?

শিপ্রা। হ্যাঁ, যখন আমার পাঁচ বছর বয়েস, খুব আবছা মনে পড়ে একটা কালো বন্ধ গাড়িতে তুলে নিয়ে কারা যেন—

লতিকা। [একটু উত্তেজিত কণ্ঠে] চুরি, চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো ? মনে পড়ে, মনে পড়ে তা তোমার—

শিপ্রা। হ্যাঁ খুব আবছা—অস্পষ্ট—

[ধীরে ধীরে লতিকা এবারে ডান হাত দিয়ে শিপ্রার চিবুকটি তুলে ধরলো দৃষ্টির সামনে। থুতনির নিচে শিপ্রার একটা ক্ষত চিহ্ন। সেই চিহ্নের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লতিকা যেন বোবার মতই, তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে কণ্ঠস্বর'ও কেঁপে ওঠে কথা বলতে গিয়ে]

লতিকা। [কম্পিত কণ্ঠে] এই—এই—কাটা দাগটা তোমার এই থুতনিতে, কবে—কবে কি করে হয়েছিল মনে আছে কি ?

শিপ্রা। তাতো মনে নেই—বোধ হয় ছোটবেলায় কখনো—

লতিকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—পড়ে গিয়েছিলে। খেলতে খেলতে খাট থেকে

পড়ে গিয়েছিলে। তুমি জানন!—জাননা—আর, আর—
তোমার পিঠে একটা দাগ—

শিপ্রা। পিঠেও আমার একটা দাগ আছে—

লতিকা। আছে—আছে—

[সহসা পাগলিনীর মত একেবারে শিপ্রাকে দুহাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে—]

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুই—তুই—খোকা খোকা—

[ডাক শুনে প্রদ্যুৎ ছুটে আসে ঘরে]

প্রদ্যুৎ। কি—কি হলো মা—কি হলো?

লতিকা। [বুকের মধ্যে শিপ্রাকে জাপটে ধরে লতিকা তখনো কাঁপছে]
পেয়েছি রে পেয়েছি। তোর কথাই ঠিক।·· ডাক, ওরে ডাক তোর কাকাবাবুকে! এতদিন পরে ফিরে এসেছে রে, এতদিন পরে ফিরে এসেছে।

প্রদ্যুৎ। মা! মা!

লতিকা। [চেঁচিয়ে] পেয়েছি—পেয়েছি—

[ঠিক ঐ সময় অবনীকে সিঁড়ি দিয়ে আসলে দেখা যায়।]

অবনী। [ব্যাকুল হয়ে] লতা, লতা—কি হলো?

লতিকা। ওগো, এসো, এসো—এই দেখ কে এসেছে?

অবনী। কে! কে এসেছে?

লতিকা। [শিপ্রার মুখটা তুলে ধরে] চিনতে পারছ না, চিনতে পারছ না, চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো আমাদের রাণু—রাণু—

অবনী। রাণু—

লতিকা। হ্যাঁ হা—রাণু! ফিরে এসেছে গো ফিরে এসেছে। রাণু! আমার রাণু—

॥ যবনিকা নেমে আসে ॥

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

॥ দৃশ্য ঃ এক ॥

[সময় সন্ধ্যা। দূরের ময়দান ও কেল্লা অস্পষ্ট দেখা যায়। গাছের ছায়ায় নীচে একটা বেঞ্চ পাতা। অল্প দূরে একটি গ্যাস পোষ্ট। আলো জ্বলছে। জায়গাটায় সামান্য আলো আঁধারী। প্রদ্যুৎ ধীরে ধীরে এসে বেঞ্চটায় বসলো। দেখলে মনে হয় যেন সে অত্যন্ত ক্লান্ত! পরিধানে ধুতী পাঞ্জাবী। পায় কাবুলি স্যাণ্ডেল। প্রদ্যুৎ পকেট থেকে একটি সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটি সিগারেট নিয়ে অগ্নি সংযোগ করে। ধীরে ধীরে বহ্নি সেখানে এসে প্রবেশ করলো। প্রদ্যুৎ কিন্তু লক্ষ্য করে না। অন্যমনস্ক ভাবে অন্যদিকে চেয়ে ধূমপান করে চলে। সহসা মৃদু কণ্ঠে বহ্নি বলে।]

বহ্নি। প্রদ্যুৎ বাবু!

প্রদ্যুৎ। [চমকে] কে? [বলেই উঠে দাঁড়ায় গম্ভীর হয়ে]

বহ্নি। [মৃদু হেসে] সেদিন সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আপনি আমাকে Follw করেছিলেন আর আজ আমি সেই দুপুর থেকে Follow করে আসছি আপনাকে, উঃ চার ঘণ্টা ধরে এক মিনিট কোথাও না দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে যা চর্কীর মত ঘুরিয়েছেন—

[প্রদ্যুৎ গম্ভীর। কোন জবাব না দিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়।]

প্রদ্যুৎ বাবু—

[প্রদ্যুৎ তবু সাড়া দেয় না, এগিয়ে যায়। বহ্নি এগিয়ে এসে এবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো।]

কি, চিনতে পারছেন না, আমি বহ্নি।

প্রদ্যুৎ। চিনতে পেরেছি বৈকি। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি আপনি আমাকে চিনলেন কি করে ?

বহ্নি। মানে ?

প্রদ্যুৎ। আপনিই ভাল জানেন। আচ্ছা নমস্কার।

[প্রদ্যুৎ নমস্কার জানিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায়। বহ্নি আবার পথরোধ করে দাঁড়ায়।]

বহ্নি। প্রদ্যুৎ বাবু—

প্রদ্যুৎ। আপনি ঠিকই জানেন সত্যিই আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন ? আমি আপনার অপরিচিত নই ?

বহ্নি। বুঝতে পেরেছি, সেদিন আপনি আমার বাড়িতে গেলে চিনতে পারিনি সেই জন্যই রাগ করেছেন।

প্রদ্যুৎ। রাগ ! না-না রাগ করবো কেন ? সত্যিই তো মনে রাখবার মতো আমি তো এমন কেউ নই যে মনে করে রাখবেন আমাকে।

বহ্নি। সেই কথাটাই বলবো বলে আজ কয়দিন থেকে আপনাকে ধরবার চেষ্টা করছি কিন্তু—

প্রদ্যুৎ। কিন্তু আমার ঠিকানা তো আপনার অজ্ঞাত ছিল না।

বহ্নি। তা বটে। কিন্তু ঠিকানা জানলেই কি সব জায়গায় যাওয়া চলে ?

প্রদ্যুৎ। আবার ঠিকানা জানা থাকলেও সব জায়গায় প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। কিন্তু সত্যিই আমার কাজ আছে বহ্নি দেবী।

বহ্নি। সত্যি আশ্চর্য হচ্ছি এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের চাকরী করছেন।

প্রদ্যুৎ। বুদ্ধি যে সকলেরই আপনার মত তীক্ষ্ণ হবে তাও তো কোথাও কিছু লেখা নেই।

[সহসা একটা হাত বাড়িয়ে বহ্নি প্রদ্যুতের একটা হাত ধরে হেসে বলে।]

বহ্নি। না নেই। আসুন বসুন কথা আছে।

[প্রদ্যুৎ তবু ইতস্তত করে]

[illegible]! বসুন!

[বহ্নির মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে প্রদ্যুৎ এবারে বেঞ্চের উপর বসলো। বহ্নিও পাশে বসে।]

সত্যি, আপনার এত রাগ কেন বলুন তো।

[প্রদ্যুৎ চুপ করে বসে থাকে।]

কি কথা বলছেন না যে।

প্রদ্যুৎ। কি বলবো?

বহ্নি। কেন, কিছুই কি বলবার নেই?

প্রদ্যুৎ। না।

বহ্নি। এখনো রাগ পড়লো না?

প্রদ্যুৎ। আপনি যদি আমাকে নাই চিনতে চান তাতে রাগ করবার কি থাকতে পারে?

বহ্নি। বিশ্বাস করবেন কি না জানিনা, তবে সেদিন শুধু একান্ত আপনার ভবিষ্যত ও মঙ্গল ভেবেই আপনাকে আমার বাড়িতে ঐ ভাবে প্রত্যাখান করেছিলাম।

প্রদ্যুৎ। আমার মঙ্গল ও ভবিষ্যত?

বহ্নি। হ্যাঁ আর তাছাড়া আমার উপায়ও ছিল না।

প্রদ্যুৎ। উপায় ছিল না! তবে সেই কারণেই কি একবার বহ্নিশিখা, একবার ইন্দুমতী ঘোষাল নাম নিতে হয় আপনাকে?

[বহ্নি নির্বাক। পাথরের মত বসে]

কি জবাব দিচ্ছেন না যে—

বহ্নি। বিশ্বাস করুন প্রদ্যুৎবাবু, সত্যিই আমি নিরুপায়। [illegible] [illegible] [illegible]।

প্রদ্যুৎ। বহ্নি দেবী!

বহ্নি। উপায় নেই, মুখ আমার বন্ধ।

প্রদ্যুৎ। বহ্নি দেবী!

বহ্নি। না-না অন্য প্রশ্ন করুন।

[বহ্নি অন্য দিকে মুখ ফেরালো। প্রদ্যুৎ একটু ইতঃস্তত করে সহসা বাহুর একখানা হাত ধরে ডাকে]

প্রদ্যুৎ। বহ্নি দেবী, আপনি কি বুঝতে পারছেন না কোন সর্বনাশার পথে আপনি এগিয়ে চলেছেন। 'ব্লু-মুন' হোটেল—

বহ্নি। জানি—সব জানি—

প্রদ্যুৎ। জানেন? আর' সব জেনে শুনেও আপনি—

বহ্নি। আমার হাত ধরে সে যখন আমাকে ঐ ভয়ংকর পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তখন ঠিক বুঝতে পারি নি। ক্রমশঃ একটু একটু করে যত গভীরে নামতে লাগলাম তখনই বুঝতে পারছিলাম কোথায় কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে এগিয়ে চলছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তখন আর ফেরবার আমার উপায় নেই। আমাকে গ্রাস করেছে আমার নিষ্ঠুর ভবিতব্য।

প্রদ্যুৎ। কিন্তু এখন, এখনোও তো আপনি ফিরতে পারেন।

বহ্নি। না, আর তার উপায় নেই। উপায় নেই।

[দু'হাতে মুখ ঢাকে]

প্রদ্যুৎ। [বহ্নির পিঠে হাত রেখে] বহ্নি'

বহ্নি। না-না তুমি জানো না, তুমি জানো না প্রদ্যুৎ বহ্নির পরিচয়।

প্রদ্যুৎ। জানি, আমি সব জানি।

বহ্নি। কিছু, কিছুই জানো না। কি ঘৃণ্য কি পঙ্কিল তার জীবন যদি জানতে তো তুমি শিউরে উঠতে।

প্রদ্যুৎ। আমি, আমি—তোমাকে সাহায্য করবো বহ্নি।

বহ্নি। না-না-না তুমি যাও তুমি যাও।

[দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে]

॥ ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায় ॥

॥ দৃশ্য : দুই ॥

[সন্ধ্যার অল্প পরে। অবনীর গৃহে প্রদ্যুতের শয়ন কক্ষ। এক পাশে একটি টেবিল। অগোছাল খাতা-পত্র, বই ও ফ্রেমে বাঁধান প্রদ্যুতের একটি ছবি। অন্য পাশে এলো মেলো শয্যা। ঘরের কোনে ষ্ট্যাণ্ডে রেডিও। শিপ্রা ঘর গুছাচ্ছে আপন মনে। শয্যাটা ঠিক করে শিপ্রা রেডিওটা খুলে দিল। রেডিওতে পদাবলী কীর্তন শোনা গেল।]

বঁধু কি আর বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।

[শিপ্রা এগিয়ে গিয়ে টেবিলটা গোছাতে থাকে গান শুনতে শুনতে। প্রদ্যুতের ফটোটা হাতে তুলে নেয়। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ফটোটার দিকে গান চলতে থাকে।]

তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাহি
দাঁড়াবো কাহার কাছে।

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপন বলিব কায়।
শীতল বলিয়া স্মরণ করিনু
ওদুটি কমল পায়।

[বুকের পরে ফটোটা চেপে ধরে শিপ্রা। মুদ্রিত চোখের কোণ দিয়ে তার নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে। গান তখনও চলছিল।]

আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি।

[পূজা অন্তে গরদের শাড়ী পরিহিতা লতিকা এসে ঘরে ঢুকে ডাকেন।]

লতিকা। রাণু—

[শিপ্রা তাড়াতাড়ি চমকে ফটোটা নামিয়ে রেখে বলে।]

শিপ্রা। মা।

[রেডিওতে তখন সংবাদ পরিবেশন হচ্ছিল। শিপ্রা এগিয়ে গিয়ে চাবী বন্ধ করে দেয়।]

লতিকা। তুমি আবার এ সব করতে গেছো কেন মা। রাম, গদাধর এরাতো আছে—

শিপ্রা। আমি তো সব সময় বলতে গেলে এক রকম বসেই থাকি মা। তা ছাড়া এ আবার একটা কাজ নাকি।

[লতিকা এবারে শিপ্রার দিকে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রেখে বলে।]

লতিকা। মুখটা এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন মা।

[এমন সময় বাইরে প্রদ্যোতের গলা শোনা গেল।]

প্রত্যুৎ। [নেপথ্যে] মা!

লতিকা। আয়, এই যে এই ঘরে।

[প্রত্যুৎ ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে একবার ঘরের চার দিক তাকিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে শিপ্রার দিকে চেয়ে বলে]

প্রত্যুৎ। এ সময়ে তোমরা এঘরে কি করছিলে মা?

লতিকা। তোর ঘরটা রাণু গোছাচ্ছিল।

প্রত্যুৎ। ও তাই বলো। তাহলে প্রতিদিন আজকাল ঘরটা গুছিয়ে রাখে রাণুই। আমিও তো ভাবি গদাধরচন্দ্র সহসা এতকাল পরে এমন রুচিবান হয়ে উঠলেন কেমন করে?

লতিকা। রাণু সম্পর্কে তুই সব খবর রাখিস আর এই খবরটা তুই জানতিস না খোকা।

প্রত্যুৎ। কেমন করে জানবো বলো মা। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা না বলালে তো তোমার মেয়ে মুখই খুলতে চায় না।

লতিকা। কে বললে তোকে ও কথা! ওর মত মেয়ে হয় নাকি?

প্রত্যুৎ। একেই বলে বোধহয় মা প্রাণের টান। নিজের মেয়ে কিনা— বেশ—বেশ—

লতিকা। পাগল! তা হ্যাঁরে আজ যে এত তাড়াতাড়ি ফিরলি?

প্রত্যুৎ। হঠাৎ ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেল মা। তাই সোজা তোমার কাছে চলে এলাম।

লতিকা। যাও তো রাণু, খোকার খাবারটা এখানে নিয়ে এসো।

[শিপ্রা ঘর ছেড়ে চলে গেল। প্রত্যুৎ শয্যার উপরে গিয়ে বসলো। লতিকাও পাশে গিয়ে বসলেন। তার পর প্রত্যুতের পিঠে হাত দিয়ে বলেন।]

লতিকা। খোকা—

[প্রত্যুৎ তাড়াতাড়ি লতিকার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে।]

ওকি রে—

প্রদ্যুৎ। রাণু এসে তোমার কোলটি যে দখল করে নিয়েছে মা। পাই তো না আর এ কোলটি তোমার আগের মত।

লতিকা। [প্রদ্যুতের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে] খোকা!

প্রদ্যুৎ। [চোখ বুজে] উঁ!

লতিকা। একটা কথা তোকে বলবো বলে ভাবছিলাম কয়েক দিন থেকেই—

প্রদ্যুৎ। হুঁ!

লতিকা। বলছিলাম রাণুর তো বয়স হলো। এবার ওর একটা বিয়ে থা না দিলে—

[প্রদ্যুৎ উঠে বসে]

প্রদ্যুৎ। সে তুমি কিছু ভেব না মা। এমন ছেলে আমি খুঁজে নিয়ে আসবো তোমার রাণুর জন্য যে, দেখে বলবে, হ্যাঁ, [তারপর একটু থেমে সোৎসাহে] জান মা, আমি মনে মনে একটা প্ল্যান করে রেখেছি। একটি মাত্র মেয়ে তোমার, এমন ভাবে ধূম ধাম কর্বো আমরা ওর বিয়েতে যে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দেবো সকলকে।

লতিকা। কিন্তু আমার তা ইচ্ছা নয়—

প্রদ্যুৎ। সে কি মা! এক মাত্র মেয়ের বিয়েতে তুমি ধূমধাম করবে না?

লতিকা। করবো না কেন, সব করবো। তবে—

প্রদ্যুৎ। তবে?

লতিকা। বাইরে কোন পাত্রের হাতে প্রাণ থাকতে ওকে আমি তুলে দিতে পারবো না।

প্রদ্যুৎ। সে কি মা! তা হলে—

লতিকা। তুই-ই ওকে বিয়ে কর।

[প্রদ্যুৎ একেবারে বোবা]

খোকা—

প্রদ্যুৎ। না মা তা হয় না।

লতিকা। হয় না? কেন হবে না?

প্রদ্যুৎ। ছি-ছি মা, না, না—? ওকে মনে মনে যে কখনো নিজের বোন ছাড়া অন্যভাবে ভাবি নি মা! না-মা না—

লতিকা। অমত করিস নি খোকা। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। ভেবে দেখ বাবা, তোরা দুজনেই আমার কাছে কতখানি। চিরদিন তোরা দুটিতে আমার পাশে পাশে থাকবি।

প্রদ্যুৎ। না, মা না,—তা হয় না, রাখ—না-মা-এ অসম্ভব।

[লতিকা নিঃশব্দে বের হয়ে যান। ঠিক সেই মুহূর্তে শিপ্রা খাবারের প্লেট ও জলের গ্লাস হাতে ঘরে এসে ঢুকলো। তাকে দেখেই প্রদ্যুৎ থেমে গেল। সে-গুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে শিপ্রা বলে]

শিপ্রা। প্রদ্যুৎ বাবু!

প্রদ্যুৎ। আমাকে কিছু বলছো শিপ্রা?

শিপ্রা। [কুণ্ঠিত ভাবে] অন্যায় হলেও ক্ষমা করবেন প্রদ্যুৎ বাবু, আজ একটু আগে আপনার ও মার মধ্যে যে কথাবার্তা হচ্ছিল—

প্রদ্যুৎ। শিপ্রা।

শিপ্রা। হ্যাঁ আমার কানে এসেছে। আমার একটা কথা শুনবেন?

প্রদ্যুৎ। বল।

শিপ্রা। স্নেহে আমার প্রতি অন্ধ হয়ে মা যাই বলুন, আমি বুঝি আর জানিও, যে প্রস্তাব মা আজ একটু আগে আপনার কাছে তুলছেন সেটা শুধু অসম্ভবই নয়, একেবারে অসংগত।

প্রদ্যুৎ। এ কথা বলছো কেন শিপ্রা।

শিপ্রা। জানি! মা ভুললেও আমি তো ভুলতে পারি না আমার পরিচয়টাকে —নাম গোত্রহীনা—

প্রদ্যুৎ। ছিঃ-ছিঃ তুমি তো জানো, মা, কাকাবাবু আজ তোমাকেই তাঁদের হারানো মেয়ে বলে গ্রহণ করেছেন।

শিপ্রা। জানি। কিন্তু তারও তো প্রমাণ মাত্র আমার দেহের দুটি চিহ্ন। সেই এবং আমার ছোট বেলার চুরী যাওয়ার গল্পটা আমার মুখে শোনা ছাড়া আর তো কোন অকাট্য যুক্তি প্রমাণও তো আমার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত আপনারা পান নি।

প্রদ্যুৎ। শিপ্রা!

শিপ্রা। না প্রদ্যুৎ বাবু, জানি না কত জন্মের পুণ্য ফলে এখানে আশ্রয় পেয়েছি, আপনাদের সকলের স্নেহ পেয়েছি। যত দিন না আমিই যে আপনাদের হারানো রাণু নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে, আমিই বা সেটাকে মেনে নেবো কেমন করে বলুন তো।

প্রদ্যুৎ। কি বলছো তুমি?

শিপ্রা। ভেবে দেখুন তো, যদি কোনদিন ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয় যে আপনাদের আজকের ধারণা ভুল, আমি আপনাদের রাণু নই, আর—আর সত্যিকারের যে রাণু সে যদি কোনদিন এখানে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়, কি জবাব তাকেই বা দেবো আমি। আর আপনারাই বা কি জবাব দেবেন তাকে সেদিন।

প্রদ্যুৎ। [বিহ্বল কণ্ঠে] শিপ্রা! শিপ্রা!

শিপ্রা। না—না প্রদ্যুৎ বাবু, তা হয় না। পরিচয়, নাম, গোত্রহীন কুটোর মতই বন্যার জলে একদিন ভেসে এসেছিলাম। পরিচয় পেলাম, ঠাঁই পেলাম, জীবনে আর তো আমার কোন দুঃখ বা অভাবই রইল না। সত্যি বলছি, যে আশ্রয়টুকু আপনাদের কাছে পেয়েছি ভাগ্য যেন এইটুকু আর আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়। শুধু এই আশীর্বাদই করুন। আর কিছু আমি চাই না— আর কিছু চাই না।

[বলতে বলতে দ্রুতপদে শিপ্রা ঘর থেকে বেরু

হয়ে গেল। প্রদ্যুৎ শিপ্রার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে এবং আপন মনে মনে।

প্রদ্যু। আশ্চর্য—আশ্চর্য—

॥ ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায় ॥

তিন ॥

[রাত্রি গভীর। 'ব্লু-মুন' হোটেলের অভ্যন্তর। এক পাশে ড্রিঙ্কের কাউন্টার দেখা যাচ্ছে। তার উপর নানা আকারের মদের বোতল সাজানো। পশ্চাতের দেওয়ালে বিভৎস একটা ড্রাগনের ছবি আঁকা। আসলে ওটি ঐ কক্ষে প্রবেশের একটি গুপ্ত দ্বার পথ। ঘরটি একেবারে খালি। কোন জন মানুষ নেই। এদিক ওদিক ঘরের মধ্যে কয়েকটি গোল টেবিল ও শূন্য চেয়ার। কেবল কোণের একটি টেবিলে দেখা যাচ্ছে একটি অর্ধ শূন্য মদের বোতল, একটি শূন্য পেগ গ্লাস, একটা এ্যাস-ট্রে। তার উপরে একটা অর্ধ দগ্ধ সিগারেট থেকে একটি ধোঁয়ার বঙ্কিম রেখা উঠে যাচ্ছে। অস্পষ্ট পিয়ানোর টুং টাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। এদিক ওদিক সন্দিগ্ধ ভাবে তাকাতে তাকাতে গোকুল এসে ঘরে প্রবেশ করলো। কাউণ্টারের ড্রয়ার খুলে আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে ড্রয়ার থেকে মুঠো মুঠো নোট তুলে পকেটে ভরতে লাগলো ত্রস্ত হাতে। পা টিপে টিপে পশ্চাৎ দিক হতে আহম্মদ দুরাণী এসে সহসা গোকুলের পিঠে একটা হাত রাখতেই গোকুল ভূত দেখার মতই যেন চমকে পিছন ফিরে তাকায়।]

গোকুল। [চমকে] কে?

দুরাণী। [ইঙ্গিত পূর্ণ হাসি হেসে] ক্যা ভোয় পেলেন ঘোষ সাব?

গোকুল। না না, রাহা খরচাটা গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। [বলতে বলতে এক বাণ্ডিল নোট দুরাণীকে দেয়] নাও, দুরাণী সাহেব, ধরো।

দুরাণী। না ঘোষ সাব, ও আপনিই বাখিয়ে দেন। ও সব হিসেবের সোময় হ্যাম বুঝে লিবে।

গোকুল। বেশ বেশ, তা তোমার লোক জনেরা সব Ready তো?

দুরাণী। ও হামার কাম হামি ঠিক করবে। হাঁ, বোস্কি এই হোটেলেই আছে তো?

গোকুল। হ্যাঁ, আজ তিন দিন থেকে য়্যাভিন্যুর ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে এখানেই আছে। একটু আগে তাকে সিন্হার ঘরে যেতে দেখেছি।

দুরাণী। ঠিক আছে। আচ্ছা ঘোষ সাব, আব ম্যায় চলা রাহা হু। ফিব মিলুঙ্গা।

[দুরাণী চলে গেল। গোকুলও একটু পরে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। অন্য দ্বার পথে সেন সাহেব ঘরে এসে ঢুকলেন। মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে গেলেন যে টেবিলটার ওপর গ্লাস ও বোতল ছিল]

সেন। ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্য দূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্য হারা এই বার্ত্তা নিয়া
ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া॥

[সেন সাহেব পেগ গ্লাসে খানিকটা মদ ঢেলে এক চুমুকে পান করলেন তারপর আবার মৃদু কণ্ঠে বলেন]

Kill me to-morrow ;

Let me live to-night.

[ঠিক সেই সময় বহ্নি ঘরে প্রবেশ করে। তার পরিধানে সাধারণ একটি শাড়ি। চুল খোলা। সে সেন সাহেবের পাশে বসে]

সেন। [বহ্নিকে দেখে] Ah! hail beautious strenger of the grove! তারপর বহ্নি শিখা,

বহ্নি। রাত অনেক হলো সেন সাহেব, বাসায় যাবেন না?

সেন। বাসা?

বহ্নি। হ্যাঁ।

সেন। বহুদিন মনে ছিল আশা।
ধরণীর এক কোণে
বাঁধিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান, নয়, শুধু একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

[সহসা আবৃত্তি থামিয়ে শূন্য বোতলটা হাতে হাঁকলেন—]

বোয়—

বহ্নি। কেউ তো নেই, সব অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

সেন। জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে, ফুল-উৎসবে
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে—

[হঠাৎ আবার ডাকলেন]

বহ্নি—

বহ্নি। বলুন।

সেন। একটুক্ষণের জন্য সিনহার ঘরে আমি গিয়েছিলাম, এরই মধ্যে নিভিল দেউটি—

বহ্নি। রাত দুটো বেজে গিয়েছে যে।

সেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। সিনহার এ পান্থশালার দ্বার রাত দুটোয় ঠিক বন্ধ হয়ে যায়। তবে আর কেন Put out the light, and then put out the light, [বহ্নির মুখের দিকে চেয়ে] কি হয়েছে বহ্নি? ও হ্যাঁ—হ্যাঁ—সিনহা একটু আগে বলছিলেন বটে—

বহ্নি। [বিস্ময়ে] সিন্‌হা কি বলছিলেন?

সেন। তুমি নাকি ভালবেসেছো?

বহ্নি। ভালবেসেছি?

সেন। হ্যাঁ, you are in love. কিন্তু my child! ভালবাসা কি আজকের এ দুনিয়ায় মানুষের বুকে আর আছে? হৃদয়হীনতা, প্রতারণা আর কথার মিথ্যা বড়ীণ জাল বুনে বুনে মানুষের সত্যিকারের প্রেম দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। কবরের বুকে তুমি ফুল ফোটাতে চাও বহ্নি? মিথ্যা—মিথ্যা—সব ফাঁকি, সব মায়া মায়ামর মিদং অখিলং হিত্বা—

[বলতে বলতে একটা সিগারেট বের করে অগ্নি সংযোগ করলেন, গোটা দুই টান দিয়ে বললেন।]

Love! হুঁ love! It begins in fire and ends in ashes,

[বলতে বলতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন]

বহ্নি। সেন সাহেব!

সেন। [মদের গ্লাসটায় শেষ চুমুক দিয়ে] বল।

বহ্নি। আমার না হয় ভাগ্য আমাকে এখানে টেনে এনেছে কিন্তু আপনি এখানে আসেন কেন?

সেন। কেন আসি?

বহ্নি। হ্যাঁ।

সেন। তাই তো কেন আসি?

তিমির পথের যাত্রী মোরা দীপ্ত আশার রশ্মি বই

মর্ত্তে হয়ে লক্ষ্যহারা—স্বর্গ পানে তাকিয়ে রই।

কর্ণে পশে দৈববাণী—কোথাও সে নেই আলোক পথ

অন্ধ নিয়ত চালিয়ে বেড়ায় ভাগ্যদেবীর বিশ্বরথ।

[বোতলটা তুলে নিয়ে] আসি because I find here this elixor of life!

[সহসা ঐ সময় কুৎসিত দর্শন দুজন মুখোসধারী নিম্ন শ্রেণীর গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ঘরের মধ্যে পা টিপে টিপে এসে প্রবেশ করলো ওদের দুজনার পিছন থেকে। ওরা জানতেও পারলো না যে তারা বহ্নির পিছনে এগিয়ে আসছে।

But it is empty! গোকুল my lord! এখনো রজনী পোহায় নি সখা, এখনো মেটে নি তৃষ্ণা—

[বলতে বলতে সেন বোতলটা হাতে উঠে দাঁড়াতেই, চকিতে সেই দুজন লোক ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বহ্নির পশ্চাতে এসে দাঁড়াতেই দপ্ করে ঘরের আলোটা নিভে মস্ক অন্ধকার হয়ে যায়। বহ্নির আর্ত্ত কণ্ঠ শোনা যায়।]

বহ্নি। [আর্ত্ত চাপা কণ্ঠে] কে, কে—সেন সাহেব—

সেন। [চীৎকার করে ওঠে] light, light! গোকুল—

[অন্ধকারে আহম্মদ দুরাণী ঘরে প্রবেশ করে বলে—]

দুরাণী। সোজা কুমার সাবের হীরাপুরের বাংলোতে নিয়ে যাবি। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

সেন। আহম্মদ দুরাণী—that scoundrel !

দুরাণী। [হেসে ওঠে] হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড গুলির শব্দ অন্ধকারে শোনা যায়, সঙ্গে সঙ্গে দুরাণীর আর্ত চীৎকার—]

দুরাণী। আঃ—

[দপ করে আবার আলোটা জ্বলে উঠলো। দেখা গেল পিস্তল হাতে ঘরের দেওয়ালে যেখানে 'ড্রাগন আঁকা' সেই খোলা দ্বারপথে স্বয়ং সিন্‌হা দাঁড়িয়ে। বহ্নির মুখে কাপড় বাঁধা। যে লোক দুটো তাকে আক্রমণ করেছিল তারা ঘরে নেই। পাশেই হতভম্ব দাঁড়িয়ে সেন সাহেব। দুরাণীর বুকের ডান দিকে গুলি বিদ্ধ হয়েছে। এক হাতে বুকের রক্তাক্ত ক্ষতস্থান চেপে অন্য হাতে একটা চেয়ারের উপর ঝুঁকে রয়েছে।]

সিন্‌হা। পেশোয়ারী শয়তান, তুই ভেবেছিলি বাঘের গায়ের থাবা দিয়ে তুই অক্ষত ফিরে যাবি।

[সিন্‌হা এগিয়ে আসে পিস্তল হাতে]

দুরাণী। [মরণ যন্ত্রণায় হাঁপাতে হাঁপাতে] সিন্‌হা সাব ! ক্যালকুলেশনে দুরাণীর সামান্য ভুল হোয়ে গেলো। [যন্ত্রনায় মুখটা বিকৃত হয়ে যায়] আঃ ! নইলে দুরাণী ভি দেখ লেতা।…… [টলে পড়ে যেতে যেতে] হ্যাঁ, মরদ বলতাম, যদি দুরাণীর সাথে সামনা-সামনি লড়তে পারতে।……আচ্ছা, আব চল রহা হুঁ ! দোসরা কই টাইম মে ফির মিলুঙ্গা—আ-দা-ব-র-স্—

[দুরাণী সশব্দে মাটিতে পড়ে যায়]

[সেন সাহেব ততক্ষণে বহ্নির মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছেন। কিন্তু দুজনেই তারা হতভম্ব। সিন্‌হা

পকেটের মধ্যে পিস্তলটা রেখে এগিয়ে এসে দুরাণীর মৃত দেহটা পা দিয়ে ঠোক্কর দিয়ে বলে—]

সিনহা। Dirty dog!

[ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের সাইরেন শোনা গেল, চমকে ওঠে সিন্‌হা।]

একি! পুলিশ—বহ্নি, ব্যারিষ্টার কুইক—

[কিন্তু সিন্‌হার কথা শেষ হলো না। পিস্তল হাতে মনোহর চৌধুরী ও তার পশ্চাতে প্রদ্যুৎ এবং দুজন কনেষ্টবল এসে ঘরে ঢোকে। তাদের আগে আগে হাত তুলে ঢুকলো গোকুল।]

মনোহর। It is too late Mr. Sinha! You and বহ্নি are under arrest! প্রদ্যুৎ—

[প্রদ্যুৎ এগিয়ে যায় সিনহার দিকে। সিন্‌হা পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল সেই দিকে তাকিয়ে মনোহর বলে]

No! No—Mr. Sinha! পকেটে আপনার হাত দেবার চেষ্টা করেছেন কি I will shoot you down just like a dog! প্রদ্যুৎ মিঃ সিন্‌হার পকেট থেকে পিস্তলটা নিয়ে নাও।

[প্রদ্যুৎ এগিয়ে এসে মিঃ সিন্‌হার পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিল।]

Now take all of them straight to the van!

[এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে]

॥ যবনিকা নেমে এল ॥

॥ চতুর্থ অংক ॥

॥ দৃশ্য : এক ॥

[সময় সন্ধ্যা। সেলের মধ্যে একাকী সিন্‌হা যেন বাঘের মতই পাইচারি করছে। পরিধানে তার কয়েদীর পোষাক। ওদিকে লোহার রড্ বসান দরজা দেখা যাচ্ছে। তার ওপাশে রাইফেল কাঁধে সেণ্ট্রী পাইচারি করছে। একজন পুলিশ অফিসার ওপাশ থেকে দরজার তালা খুলে দিলো। ঘরে প্রবেশ করলো সেন সাহেব। দরজায় আবার তালা পড়লো। সিনহা সেনের দিকে চোখ তুলে তাকালো।]

সিন্‌হা। কে? ব্যারিষ্টার, এসো। উল্কাপাত হয়েছে, তাই দেখতে এলে বুঝি এক মুঠো ছাই—

সেন। শেষ পর্যন্ত তাহলে ধরাই পড়লে সিন্‌হা সাহেব।

সিন্‌হা। হ্যাঁ, নির্মম নিয়তি অন্তিম মুহূর্তে যে ঐ ভাবে আমার রথচক্র গ্রাস করবে ঠিক বুঝতে পারি নি ব্যারিষ্টার। কিন্তু যাক সে কথা, তোমার কথাই আজ দুদিন থেকে ভাবছিলাম জয়ন্ত—

সেন। আমার কথা?

সিন্‌হা। যা কিছু আমি এতদিন করে এসেছি, সজ্ঞানে এবং মনের সম্পূর্ণ support-এই। জুয়া খেলতে নেমেছিলাম—

সেন। জুয়া—?

সিন্‌হা। হ্যাঁ, অনেক জিতেছি, এতো সামান্য হার। দুরাণীকে হত্যা করেছি, ফাঁসীর জন্য আমি প্রস্তুত। কেবল যাবার আগে একটা দায়িত্ব আমি শেষ করে দিয়ে যেতে পারলেই নিশ্চিন্তে আমি এগিয়ে যেতে পারি।

সেন। দায়িত্ব?

সিন্‌হা। হ্যাঁ, তোমাদের আজকের দিনের বিখ্যাত বিজনেস্ ম্যাগনেট, লোকমান্য দেশকর্মী, বিলাসবিহারী ঘোষের দায়িত্ব।

সেন। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি।

সিন্‌হা। সম্পর্ক! বিলাসবিহারী এবং সিন্‌হা they are one in two personification!

সেন। [চমকে] মিঃ সিনহা!

সিন্‌হা। চমকে উঠছো জয়ন্ত তাই না? এতো তবু দুই পরিচয়ে একজন, এবং দুটোই সকলের জ্ঞাত। সেখানে আমি লুকোচুরি খেলিনি সমাজের আর দশজনের মত। একজন অন্যজনকে সর্বক্ষণ ভূতের মত তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে কিন্তু তবু একজনের উপর অন্যের আধিপত্যকে আমি স্বীকৃতি দিই নি। আর সেই কারণেই সিনহার বিদায়ের পূর্বে বিলাসের শেষ দায়িত্বটুকু শেষ করে যেতে হবে।

[সিনহার ছদ্মবেশটা খুলে ফেলেন মুখ থেকে।]

সেন। আশ্চর্য! মনোহর চৌধুরী বলেছিলেন বটে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি।

সিন্‌হা। মনোহর চৌধুরী সেটা জানতে পেরেছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত আজুরীর সাহায্যে আমাকে ধরতে পেরেছেন। যাক সে কথা! যে কথা তোমাকে বলতে চাইছিলাম, বহ্নি, বহ্নির জীবনটার জন্য আমি সিন্‌হাই, দায়ী ব্যারিষ্টার।

সেন। তা জানি—

সিন্‌হা। জানো, কিন্তু সবটা নয়।

[একটু থেমে একবার পাইচারি করতে করতে]

বহ্নি, সরকার পক্ষের বিখ্যাত কৌন্সিলী অবনী রায়ের একমাত্র কন্যা—রাণু—

সেন। [বিস্ময়ে] কি বলছেন মিঃ সিনহা—Is, is-it a fact ! how strange !

সিন্‌হা। হ্যাঁ, truth is stranger than fiction ! একটা প্রচণ্ড অন্ধ প্রতিহিংসার বশে আমি বহ্নিকে, রাণুকে তাঁর যখন পাঁচ বৎসর বয়স সেই সময় চুরী করে আনি।

সেন। প্রতিহিংসা ?

সিনহা। হ্যাঁ, সেও এক বিচিত্র নাটক ! নাটক—নাটক বৈকি ! সারাটা জীবন ধরে বিচিত্র এক নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় করে গিয়েছি। এখন বাকি শুধু শেষ দৃশ্যটি !

[কিছুক্ষণ আবার পাইচারি করে]

তোমাদের বিধাতা, তোমাদের ধর্ম, সংস্কার, সমাজ, আভিজাত্য কিছুই আমি কোনদিনই মানিনি। তোমাদের স্তব, স্তুতি, ভালবাসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ আমাকে কোনদিন এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। তোমাদের তৈরী বিধান, তার নীতি কানুনকে আমি কোন দিন মানি নি।

সেন। কিন্তু আজ ! আজ তো আইনের কাছে আপনাকে মাথা পাততেই হবে।

সিন্‌হা। না, আজও তোমরা আমাকে তা করাতে পারবে না। আইন, নীতি, যার মূলেই রয়েছে মিথ্যা সংশয়, যা সুবিধাবাদী নির্দিষ্ট একটা শক্তিশালী গোষ্ঠির রচিত, তা নিয়ে তোমরা যতই আস্ফালন কর জয়ন্ত, তার এক কানাকড়ি মূল্যও আমার কাছে নেই। আইন ! আইনের কথা বলছো ? তুমি নিজেও তো একজন আইনজীবি, বলতে পারো তোমাদের সমাজগত অন্যায়, অবিচার দুর্ব্যবহার পক্ষপাতিত্ব, অবিচার বৈষম্য, কুশিক্ষা কুসংস্কার আজ তোমাদের সমাজের মধ্যে, মানুষের জীবনে যে

ভয়াবহ পঙ্কিল দুর্নীতির স্রোত বহিয়ে দিয়েছে, কোন আইনের নিগড়ে ফেলে তাদের reform করতে পারো ?

সেন। কিন্তু—

সিনহা। সভ্যতা শিক্ষার গর্ব করো তোমরা আজকের সভ্য শিক্ষিত রুচিবান মানুষেব দল, কিন্তু তোমাদের সেই সভ্যতা, শিক্ষা, কৃষ্টি ও রুচিব তলে তলে যে ভয়াবহ গরল তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, করতে পারো তার সংস্কার তোমাদের আইন দিয়ে ? যাক্ ও সব কথা থাক। বহ্নির কথা বলছিলাম, নিষ্পাপ, নিরপরাধিনী সেই মেয়েটিকে তোমায় বাঁচাতে হবে, সিনহার পাপে যেন তার শাস্তি না হয়।

সেন। চেষ্টা করবো।

সিনহা। আমি জানি, চেষ্টা করলেই তুমি পারবে। এখন তার পরিচয়টা তাকে দিও না। সে বড় অভিমানিনী। মুক্তি পেলে তার সত্যকারের পরিচয়টা তাকে দিও। অবনীকেও দিও। বলো অবনীকে, বহ্নি, তার মেয়ে বাণু নিষ্পাপ ! আমারই অপরাধে সে অপরাধী।

সেন। আর কিছুই কি আপনার বলবার নেই ?

সিনহা। হ্যাঁ, আর একটা কথা যা কোন দিন কেউ জানে নি, তোমার আমার সত্য পরিচয়টা।

সেন। আপনার আমার পরিচয় ?

সিনহা। বিখ্যাত আইনজীবি তোমার বাবা অশোক সেন—

সেন। কি—কি ?

সিনহা। তিনি আমারও জন্মদাতা।

সেন। সন্দেহ হয়েছিল বাবার ডাইরীটা পড়ে, বহু পূর্বেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তবে আপনিই—

সিনহা। হ্যাঁ, আমিই তাঁর সেই তোমাদের তথাকথিত অসামাজিক,

অবৈধ প্রেমজ সন্তান। আমার জন্মদাত্রী আমাকে জন্মমুহূর্তেই গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইলেও আমার জন্মদাতা তা হতে দেন নি। সেই নৃশংস হৃদয়হীনার কবল থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এক অনাথ আশ্রমে রেখে মানুষ করেছিলেন। [একটু থেমে] Really, what an irony of fate!

সেন। কিন্তু একথা, একথা আপনি এতদিন আমাকে বলেন নি কেন?

সিনহা। তাতে কি হতো জয়ন্ত? কতটুকু তোমার লাভ হতো? তাছাড়া বাবার প্রেমজ সন্তান আমি হলেও বাবা তো আমাকে ত্যাগ করেননি, মানুষ করেছেন, প্রচুর অর্থ দিয়ে গিয়েছেন জীবনে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য। বাবার অর্থ, নিজের জন্মগত শক্তি ও বুদ্ধির বলে দাঁড়িয়েছিলামও আমি। জন্মের সেই দুঃস্বপ্নটাকে ভুলতেই চেয়েছিলাম কিন্তু ভুলতে দিল না আমাকে লতিকা।

সেন। লতিকা?

সিনহা। হ্যাঁ লতিকা। অবনীর স্ত্রী, জানো জয়ন্ত এমন করে সমস্ত অন্তর দিয়ে কোন পুরুষ বুঝি কোন নারীকে ভালবাসতে পারে না, আমি যেমন লতিকাকে ভালবেসেছিলাম। আর সেই কারণেই সে ভালবাসার সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে পারি নি। লতার সঙ্গে বিয়ের প্রায় যখন সব ঠিক ঠাক তাকে আমার সত্য পরিচয়টা শোনাতেই সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। বললে সে কি জানো? জারজ! জারজের গলায় সে মালা দিতে পারে না। [illegible] অথচ সে ভুলে গিয়েছিল তারই মত অন্য এক নারীরই প্রেমজ সন্তান আমি!

[কিছুক্ষণ অস্থির ভাবে পুনরায় পাইচারি করে]

তাই আমি, আমিও তার সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি···। কিন্তু আমি—আমি কি পেলাম জয়ন্ত! [illegible]! What I have gained.

[বাইরে একজন জেল অফিসারকে দেখা গেল।]

অফিসার। Mr. Sen ! time is up—

[সেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।]

সেন। আজ তাহলে চলি !

সিনহা। এসো।

[সেন নিঃশব্দে সেল থেকে বের হয়ে গেল। সিনহা আবার পাইচারি করতে থাকে। আবার একটু পরে দরজা খুলে গেল। চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত অবগুণ্ঠনবতী কল্যাণী এসে সেলের মধ্যে প্রবেশ করলো।]

সিনহা। কে ?

[কল্যাণী নিঃশব্দে ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে তাকাল।]

একি ! কল্যাণী ?

কল্যাণী। হ্যাঁ। আমি।

সিনহা। কিন্তু আশ্চর্য ! তুমি, তুমি আমার এ পরিচয়টা জানলে কি করে।

কল্যাণী। আমার মত মন থাকলে তুমিও জানতে পারতে।

সিনহা। কিন্তু কেন, কেন তুমি এখানে এলে কল্যাণী—এর তো কোন প্রয়োজন ছিল না।

কল্যাণী। আজো, আজো কি তুমি এমনি করে আমাকে বিঁধবে ?

সিনহা। কল্যাণী।

কল্যাণী। হ্যাঁ, তোমার পরিচয় আজ সমস্ত পৃথিবীর কাছে যাই হোক না কেন, যত নীচ, যত জঘন্য, যত ঘৃণ্যই হোক না কেন, তবু তুমিই আমার স্বামী !

সিনহা। না—না—

কল্যাণী। হ্যাঁ, জেনো, স্বামীর পরিচয়ে পরিচিতা হতে এ দেশের কোন

হিন্দু স্ত্রীরই লজ্জার কোন কারণই থাকে নি কোন দিন !

সিনহা। আশ্চর্য ! অথচ তোমারই মত এক নারী আমার জন্ম-মূহুর্তে তার সন্তানের সমাজ ও আইনগত জন্মস্বীকৃতিটুকু দিতে পারবেনা বলে অক্লেশে তাকে গলা টিপে মারতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে নি ! আর এক নারী সেই স্বীকৃতি টুকুরই অভাবে তার দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রাণ ঢালা ভালবাসাকে অস্বীকার করতে বিন্দুমাত্রও সংকোচ করে নি।

কল্যাণী। কাদের কথা তুমি বলছো জানিনা, আর জানবারও ইচ্ছা নেই, এতটুকু। তবে এইটুকুই বলতে পারি, দেহের গঠনের দিক থেকে তারা নারী হলেও অন্তরে নিশ্চয়ই তারা নারী ছিল না। নচেৎ নারী হয়ে নারীর এতবড় অপমান, না নিশ্চয়ই তারা করতে পারতো না।

সিনহা। [বিকৃত হাসি হেসে] পারতো না, না—

কল্যাণী। না, কারণ যে নারী সত্যিকারের প্রেমিকা সেই তো সত্যিকারের জননী। তাই আজো আবার বলছি, তোমার সেই ভুলের বিষ দৃষ্টিতেই তুমি কোন দিনই গরলের পাশে যে অমৃত আছে তার সন্ধান পেলে না।

সিনহা। না-না, ওকথা আজ আর বলো না কল্যাণী। জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে আমার এত দিনের বিশ্বাস ও নীতির মূলে আঘাত হেনে কোন ফলই পাবে না। না—না।

কল্যাণী। না-না, আঘাত দিতে আর আমি আসি নি। আজ শুধু একটি বার একটিবার বলো, অভাগিনী কল্যাণীর জন্য তোমার হৃদয়ে কি এতটুকু স্থানও আজ রাখবে না। ...বলো—বলো—ওগো বলো।

সিনহা। না-না ফিরে যাও, ফিরে যাও তুমি কল্যাণী, নেই, নেই—কিছু নেই আজ আর তোমাকে দেবার—তুমি যাও, যাও।

কল্যাণী। [সহসা সিনহার পায়ের উপর ভেঙে পড়ে কেঁদে ওঠে] না-না—যাবো না, কিছুতেই যাবো না। বলতেই হবে; তোমাকে বলতেই হবে, তোমাকে বলতেই হবে, আর কিছু—আর কিছু না দাও, অন্তত একটু কাঁদবাব অধিকার দিয়ে যাও।

[এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যাবে]

॥ মঞ্চ ধীরে ধীরে ঘুরে যাবে ॥

দৃশ্য : দুই।

[সময় রাত্রি। বহ্নিব বাসা বাড়ির একটি কক্ষ। সমস্ত এলো মেলো চারিদিক। মোক্ষদা ঘরটা ঝাড় পোঁছ করছে একটা ঝাড়ন দিয়ে আর আপন মনে বক বক করে চলেছে।]

মোক্ষদা। মাগো মা, এমন ভুতুড়ে কাণ্ড কেউ দেখেছে? পারবো নি বাপু, থানায় পেয়েছে আজ আমাকে, বলবো সত্যি, রইলো বাপু তোমাব ঘর দোর তুমি দেখো, আমায় দিয়ে আর পোষাবে না। মেয়েছেলে তাকে কিনা পুলিশে থানায় নিয়ে গেল ধরে, তখুনি বুঝেছিনু, অমন চরিত্তির যখন তখন একটা কিছু অঘটন ঘটাচ্ছেই।

[ক্লান্ত অবসন্ন বহ্নি এসে ঘরে ঢুকলো]

এই যে, দিদিমণি এয়েছো, বাবাঃ, আমি আর থাকি না। কেউ বলে পুলিশ পেয়াদা পাঠাবে, কেউ বলে ফাঁসী দেবে।

[বহ্নি নিঃশব্দে একটা চেয়ারে বসে]

হ্যা ইয়াগা দিদিমণি, কি হয়েছিলো?

বহ্নি। তুই যে চলে যাসনি মোক্ষদা?

মোক্ষদা। চলে যাসনি মোক্ষদা। মোক্ষদার মরণের কত জায়গা আছে তাই চলে যাবে। মরবার জায়গা থাকলে কেউ এখানে পড়ে থাকে কিনা? মুখখানা তো শুকিয়ে আমসী হয়েছে, একটু চা করে দিই।

বহ্নি। না থাক।

[নেপথ্যে ঐ সময় প্রদ্যুতের গলা শোনা যায়।]

প্রদ্যুৎ। [নেপথ্যে] বহ্নি দেবী!

বহ্নি। [চমকে উঠে বসে] কে?

[প্রদ্যুৎ এসে ঘরে ঢোকে]

প্রদ্যুৎ বাবু—

প্রদ্যুৎ। হ্যাঁ, আদালত থেকে খালাস পেয়ে তুমি যে কখন কোন পথে সরে পড়লে—

বহ্নি। বসুন।

[মোক্ষদা ঘর ছেড়ে চলে যায়]

[প্রদ্যুৎ একটি চেয়ারে বসে]

বহ্নি। আমি সেন সাহেবের চেম্বারে ছিলাম। তাঁর মুখেই মা বাবার সমস্ত কাহিনী শুনে এলাম।

প্রদ্যুৎ। শুনেছো?

বহ্নি। হ্যাঁ, এতবড় দুঃখ ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই দুঃখ থেকে মুক্তির আনন্দ ইতিপূর্বে জীবনে আর কোনদিনই এমনি করে অনুভব করি নি প্রদ্যুৎ বাবু।

প্রদ্যুৎ। কি বলছো বহ্নি?

বহ্নি। সত্যি, সেন সাহেবের মুখে সমস্ত কথা শোনবার পর—

প্রদ্যুৎ। ও সব কথা এখন থাক বহ্নি, এতকাল তোমার হয়ে যে গুরু দায়িত্বের ভার বহন করে এসেছি, এবারে সেই দায়িত্ব থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দেবে চলো।

বহ্নি। আপনাকে মুক্তি দেবো ?

প্রদ্যুৎ। হ্যাঁ, যাঁদের সত্যিকারের সন্তান তুমি, তাঁদের বুকে এবারে ফিরে চলো। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মার হারানো সন্তানকে আবার তাঁর বুকে ফিরিয়ে এনে দেবো। চল বহ্নি, মার কাছে চলো।

বহ্নি। এ সব আপনি কি বলছেন প্রদ্যুৎ বাবু ? মা বাবার হারানো সন্তান তো শিপ্রা। সেই তো রাণু, আমি—আমি তো বহ্নি।

প্রদ্যুৎ। বহ্নি!

বহ্নি। না প্রদ্যুৎ বাবু, শিপ্রাই তাঁদের হারানো রাণু, এ যে ভগবানেরই নির্দেশ।

প্রদ্যুৎ। এ সব তুমি কি বলছো বহ্নি ?

বহ্নি। মিথ্যা বলিনি কিছু। এ যে আমার ভাগ্যের, নিয়তির নির্দেশ। না—না—ঐ ঘরেই যদি আমার অধিকার থাকবে তবে ভাগ্য বিধাতা সেদিন অমন করে সেই পাঁচ বছরের মেয়েটিকে অজানার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েই বা দেবেন কেন ? ভাবতে পারেন এ কত বড় পরিহাস ?

প্রদ্যুৎ। পরিহাস ?

বহ্নি। নয় ? নইলে বড় হয়ে সিনহার প্রদর্শিত পথে না গিয়ে জোর করে যদি রাস্তায় বের হয়ে পড়তাম সেদিন, তাহলে তো আজকের এই কলঙ্ক আর লজ্জাকে বাকি জীবনটা এমনি করে আমার বহন করে বেড়াতে হতো না। স্বেচ্ছায়ই তো সেদিন তাঁর প্রদর্শিত পথেই আমি পা বাড়িয়েছিলাম।

প্রদ্যুৎ। কিন্তু ভুল যদি হয়েই থাকে তারও তো প্রায়শ্চিত্ত আছে বহ্নি।

বহ্নি। প্রায়শ্চিত্ত? হ্যাঁ প্রদ্যুৎ বাবু, ঠিক সেই কারণেই আর স্বর্গে প্রবেশের আজ আমার কোন অধিকারই নেই। না—না— প্রদ্যুৎ বাবু, আপনি যান, আর প্রলোভন দেখাবেন না।

প্রদ্যুৎ। বহ্নি!

বহ্নি। আপনি বুঝবেন না প্রদ্যুৎ বাবু, বুঝবেন না। বুক ভরা তৃষ্ণা নিয়েও সামনে তৃষ্ণার বারি স্পর্শ করতে না পারার যে কি মর্মান্তিক ব্যথা আপনি বুঝবেন না, আপনি বুঝবেন না। কে আমি, সমাজে চিহ্নিতা, জঘন্য, ঘৃণ্য এক দুষ্কৃতকারিণী। কোন দুঃসাহসে সে পবিত্রতার মাঝে গিয়ে আমার এই কাদা মাখা পা ফেলবো? না—না তা হয় না—আজ আর তা হয় না।

[দুহাতে মুখ ঢাকে]

[প্রদ্যুৎ এবারে উঠে এসে ক্রন্দনরতা অবনতমুখী বহ্নির পিঠে হাত রেখে বলে।]

প্রদ্যুৎ। বহ্নি, মুখ তোল লক্ষ্মীটি। মা-বাবার কথা না হয় ছেড়েই দাও, আমার—আমার জন্যও কি আজ তুমি সেখানে ফিরে যেতে পার না?

বহ্নি। [ক্রন্দন ভরা কণ্ঠে] না-না কারো জন্যেই নয়—কারো জন্যেই নয় —তুমি যাও-যাও।

প্রদ্যুৎ। আজ আমি না হয় যাচ্ছি, কিন্তু কাল আবার আমি আসবো বহ্নি। এবং যাবার আগে বলে যাচ্ছি, এ তোমার মিথ্যা সংশয়। মাঝের এ কয়টা বছর একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। স্বপ্ন সত্য নয়।

[নিঃশব্দে প্রদ্যুৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল ঘর থেকে। বহ্নি বারেকের জন্য প্রদ্যুতের চলে যাওয়া টুকুর দিকে মুখ তুলে সঙ্গে সঙ্গেই দু-হাত মুখ ঢেকে আবার কেঁদে ওঠে।]

বহ্নি। না-না এসো না। এলেও আর দেখা পাবে না। প্রত্যুৎ না, এতবড় ভালবাসাকে বহ্নি কলঙ্কিত করতে পারবে না। না-না...

[নিঃশব্দে সেন সাহেব এসে ঘরে ঢোকে। বহ্নি দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুলে তখনও কাঁদছে। ক্ষণকাল ক্রন্দনরতা বহ্নির দিকে চেয়ে থেকে মাথায় হাত রাখতেই চমকে তাকায় বহ্নি।]

কে ? ও আপনি।

[পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে সেনের একটা হাত চেপে ধরে।]

আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন সেন সাহেব, এখান থেকে নিয়ে চলুন।

সেন। [মৃদু হেসে] নিয়ে যাবো কোথায় ?

বহ্নি। জানি না। শুধু এখানে নয়, এখান থেকে দূরে এই শহর থেকে অনেক—অনেক দূরে।

সেন। বসো-বসো—

বহ্নি। না-না আপনি বুঝবেন না !

সেন। কোথায় তুমি যাবে বহ্নি ? প্রত্যুৎবাবু যদি সত্যিই তোমাকে ভালবেসে থাকেন, তাকে তো তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না।

বহ্নি। না-না তবু-তবু আমাকে যেতে হবে।

সেন। বুঝেছি। কিন্তু তাতেও শান্তি মিলবে না বহ্নি। ও আগুন একবার জ্বললে আর নেভে না। তাই বলছিলাম মিথ্যা কেন—

বহ্নি। এ ছাড়া আর আমার উপায় নেই—আর উপায় নেই।

সেন। হুঁ। বেশ, কাল আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কাল সকালে আমার ওখানে যেও—

বহ্নি। না, না, কাল নয়, আজ এখুনি, এই মুহূর্তে—

সেন। এখুনি, এই মুহূর্তে ?

বহ্নি। হ্যাঁ, এখুনি, এই মুহূর্তে!

সেন। বেশ, চলো—

[বহ্নির হাত ধরে এগুতে এগুতে সেন সাহেব আপন মনে বলে ওঠে।]

কোথায় ছিলাম, কেনই আসা,
এই কথাটি জানতে চাই,
জন্মকালে ইচ্ছাটা মোর
কেউ তো কেমন শুধায় নাই।
যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে—

[বলতে বলতে দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মঞ্চও অন্ধকার হয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে যায়। তার মধ্যেই সেনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কেবল।]

॥ দৃশ্য ঃ তিন ॥

[সময় দ্বিপ্রহর। অবনী রায়ের গৃহের অভ্যন্তর। সেই দোতলায় উঠবার সিঁড়ির সামনে বসবার ঘর। শিপ্রা গদাধরের নাম ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালে লতিকা দেবী ও অবনীবাবুর ছবি পাশাপাশি রয়েছে।

শিপ্রা। গদাধর—[illegible]—এই গদাধর—

[পর্দা তুলে গদাধর চোখ মুছতে মুছতে এসে ঢুকে বিরক্ত কণ্ঠে বলে]

গদাধর। [বিরক্ত কণ্ঠে] এমন করে দুপুর বেলা চেঁচাচ্ছেন কেন বটে বলেন তো? গদাধর কি মরে গিছে না পলাইছে—

শিপ্রা। শুনতে পাচ্ছিস না, বাইরে কে কড়া নাড়ছে তখন থেকে!

গদাধর। কড়া আবার কে নাড়লেক। আমি তো জেগেই আছি গো।

[আবার কড়া নাড়ার শব্দ]

শিপ্রা। ঐ দেখ্, শুনছিস?

গদাধর। তাই তো, কে আবার এলেন বটে, বাড়িতে তো দাদাবাবুও নেই, কত্তাবাবুও নেই—

[আবার কড়া নাড়ার শব্দ]

শিপ্রা। তুই যাবি না আমি যাবো।

গদাধর। যেছি গো যেছি।

[আবার কড়া নাড়ার শব্দ]

নাঃ, এ ঘোড়ায় চড়ে এলেন নাকি গো

[গদাধর ঘর ছেড়ে চলে যায়]

[শিপ্রা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই থাকে। পর মুহূর্তেই আগে আগে গদাধর ও তার পিছনে অতি সাধারণ বেশভূষায় কুণ্ঠিত পদে বহ্নি এসে ঘরে প্রবেশ করলো]

গদাধর। দেখেন গো দিদিমনী! ইনি আপনাকেই চান বটে!

শিপ্রা। আচ্ছা তুই যা। [গদাধর চলে গেল] আপনি?

বহ্নি। আমাকে আপনি চিনবেন না। এটা তো এ্যাড্‌ভোকেট অবনী রায়েরই বাড়ি?

শিপ্রা। হ্যাঁ, কিন্তু বাবা তো বাড়ি নেই।

বহ্নি। প্রদ্যুৎবাবু?

শিপ্রা। না, তিনিও নেই।

বহ্নি। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো, আপনিই বোধ হয় রাণু দেবী?

শিপ্রা। হ্যাঁ—হ্যাঁ— কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন।

[বহ্নির ততক্ষণে দেওয়ালে লতিকার ফটোটার উপর নজর পড়েছে। সে একদৃষ্টে ফটোটার দিকে চেয়ে বলে—]

বহ্নি। ঐ—ঐ যে দেওয়ালে ছবিটা—

শিপ্রা। মার ছবি।

বহ্নি। [আপন মনে আত্মগত ভাবে] মা বাবা—

শিপ্রা। বসুন। আচ্ছা একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি তো কিছু মনে করবেন না তো?

বহ্নি। [চমকে] হ্যাঁ—কিছু বলছিলেন?

শিপ্রা। বলছিলাম আপনিই কি—

বহ্নি। কি!

শিপ্রা। মানে, বহ্নি দেবী!

বহ্নি। হ্যাঁ.........

শিপ্রা। প্রথমে দেখেই যেন মনে হয়েছিল আপনাকে কোথায় দেখেছি—

[লতিকা ঐ সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে]

লতিকা। রাণু—

[চমকে শিপ্রা ও বহ্নি সেই ডাক শুনে যুগপৎ উপরের দিকে মুখ তুলে তাকায়।]

শিপ্রা। মা!

[লতিকা ততক্ষণে ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।]

বহ্নি [অত্যন্ত নিম্ন কণ্ঠে] মা—

লতিকা। মেয়েটি কে রে রাণু—

[বহ্নি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে লতিকার পায়ের ধূলো নিতেই লতিকা তাকে দুহাতে তুলে ধরে সস্নেহে বহ্নির চিবুক স্পর্শ করতে করতে বলেন—]

লতিকা। কেঁকে বলো তো মা তুমি?

বহ্নি। আমি—আমি—

লতিকা। কোথায়-কোথায় যেন তোমাকে আমি দেখেছি! হ্যাঁ, এ মুখ খানা যে আমার চেনা, বড় চেনা—

বহ্নি। [রুদ্ধ কণ্ঠে] দেখেছেন? আমাকে আপনি দেখেছেন মা?

লতিকা। হ্যাঁ-কোথায়-কোথায় বলতো?

শিপ্রা। চিনতে পারছো না মা?

[চমকে যুগপৎ সেই কথায় বহ্নি ও লতিকা দুজনাই তাকায় শিপ্রার দিকে।]

শিপ্রা। ওই তো ওই তো সেই মা—

লতিকা। [চাপা উত্তেজনায়] সেই! কে-কে—

শিপ্রা। খবরের কাগজেই তো ওঁর ছবি দেখেছো মা, বাবার সেই মকোদ্দমার মেয়েটি। বহ্নিশিখা।

লতিকা। [স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে] হ্যাঁ হ্যাঁ-তাই! তাই চেনা চেনা লাগছিল এতো মুখখানি দেখে। আহা, তা ও পথে কেন গিয়েছিলে মা?

বহ্নি। মা—

শিপ্রা। তুমি তো সব শুনেছো মা, আমারই মত ওঁকেও ছোট বেলায় চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

লতিকা। আহা, তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা, বসো-বসো—

[বহ্নি তথাপি বসে না। নির্নিমেষ চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে লতিকার মুখের দিকে।]

তা, তোমার মা বাবার কোন সন্ধান পেলে মা?

বহ্নি। [চমকে] হ্যাঁ-হ্যাঁ।

লতিকা। পাবে, পাবে। আমি আশীর্বাদ করছি নিশ্চয় পাবে। আহা বাছারে, তাদেরই কি কম দুঃখ… [একটু থেমে] তা ওঁর

সঙ্গেই দেখা করতে এসেছো বুঝি? বসো, এখুনি হয়তো উনি এসে পড়বেন কোর্ট থেকে।

[বহ্নি এবারে বসে। লতিকা উঠে দাঁড়ায়।]

লতিকা। রাণু, ওর সঙ্গে গল্প করো মা। প্রদ্যুৎও কাল আমাকে তোমার কথা বলেছিল মা। তোমার নাকি সত্যি কোন দোষ নেই।…

[গদাধর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল]

গদাধর। মা, টেলিফোনে কে ডাকতেছেন বটে।

শিপ্রা। আমি দেখছি—

লতিকা। না-না-ওর সঙ্গে বসে তুমি গল্প করো আমি দেখছি।

[গদাধর ও লতিকা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। বহ্নিও উঠে দাঁড়ায়।]

শিপ্রা। ওকি উঠছেন যে?

বহ্নি। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

শিপ্রা। এখুনি যাবেন?

বহ্নি। হ্যাঁ।

শিপ্রা। কিন্তু এসেছিলেন কেন কই তা তো কিছু বললেন না?

বহ্নি। [কতকটা যেন আত্মগত ভাবে] কেন এসেছিলাম—এসেছিলাম—

[নেপথ্যে ঐ সময় লতিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

লতিকা। [নেপথ্যে] রাণু, রাণু—

[লতিকার ডাকে যুগপৎ শিপ্রা ও বহ্নি উপরের দিকে তাকায়। শিপ্রা বলে—]

শিপ্রা। যাই মা। [বহ্নির দিকে চেয়ে] আপনি একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি।

[দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।] ~~আবার নেপথ্যে লতিকা ডাকেন~~—]

লতিকা। [নেপথ্যে] বাবু—

[বহ্নি দেওয়ালে টাঙানো লতিকার ফটোটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল]

বহ্নি। মা! মা গো!

লতিকা। [নেপথ্যে] বাবু—

বহ্নি। মা! না-না—আমাকে যেতেই হবে।

লতিকা। [নেপথ্যে] বাবু—অ বাবু—

বহ্নি। না-না, আমি—আমি যাই—

[বলতে বলতে বহ্নি দেওয়ালে টাঙান লতিকার ফটোটা খুলে নিয়ে টলতে টলতে ছুটে পালায়। এবং একটু পরেই অন্য দ্বার পথে প্রথমে কোর্টের পোষাকে সজ্জিত অবনী ও পশ্চাতে ব্যারিষ্টার সেন সাহেব কথা বলতে বলতে ঘরে এসে প্রবেশ করে।]

অবনী। না-না, আর আর তা হতে পারে না। হতে পারে না ব্যারিষ্টার সেন।

সেন। কেন—কেন হতে পারে না মিঃ রায়। ভেবে দেখুন, আর একবার ভেবে দেখুন, তার—তার তো কোন অপরাধই নেই। ঘটনা চক্রে সে যদি ঐ পথে গিয়েই থাকে তার জন্য আজ এত বড় শাস্তিটা আপনি তাকে দেবেন?

[ঐ সময় দেখা গেল প্রথমে লতিকা ও পরে শিপ্রা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।]

অবনী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ন্যায় হোক অন্যায় হোক, দণ্ড আজ তাকে পেতেই হবে। তাকে আজ আর আমি স্বীকার করে নিতে পারি না।

She is dead, dead to me—সে আজ আমার কাছে মৃত—হ্যাঁ মৃত।

লতিকা। [ব্যস্ত ভাবে] কে-কে মৃত, কার-কার কথা বলছো তুমি ?

অবনী। এই যে লতা, সেদিনই আমি বলেছিলাম ভুল, তোমরা ভুল করছো—

লতিকা। ভুল করেছি, কিসের ভুল ?

অবনী। বহ্নি—আমার মামলার সেই বহ্নিশিখা, সেই--সেই আমাদের আসল হারানো মেয়ে রাণু।

লতিকা। বহ্নি, বহ্নিই রাণু-এ- এসব তুমি কি বলছো ?

সেন। হ্যাঁ মিসেস রায়, বহ্নিই আপনাদের হারানো মেয়ে রাণু।

অবনী। হ্যাঁ-হ্যাঁ-বিলাস, that Scoundrel বিলাসই বহ্নিকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

লতিকা। ওরে ওরে—আমি এ কি করলাম। হতভাগিনী আমি, আমার নিজের পেটের মেয়েকে চিনতে পারলাম না। কোথায়—কোথায় গেল সে ? রাণু—রাণু—

শিপ্রা। একটু আগেই তো এখানে ছিল—বোধ হয় চলে গেছে।

অবনী। এ সব এ সব কি বলছো তোমরা ? কে—কে এসেছিলো, কেউ বা চলে গেল।

লতিকা। ও গো, রাণু—রাণু সে যে একটু আগে এখানেই এসেছিল গো !

অবনী। য়্যাঁ—সে কি ?

লতিকা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মা, মা বলে ডাকলো। তবু—তবু বুঝতে পারি নি। [অবনীর প্রতি] ওগো, এখনো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো ! দেখো-দেখো, খুঁজে দেখো সে কোথায় গেল। এ আমি কি করলাম। রাণু—রাণু—

[লতিকা দরজার দিকে ছুটে যেতেই]

অবনী। [তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] লতা—দাঁড়াও।

[অবনী এগিয়ে এসে লতিকার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।]

অবনী। কোথায় যাচ্ছো ?

লতিকা। [বিস্ময়ে] কি বলছো তুমি ?

অবনী। হ্যাঁ, ভুলে গেলে কি তার গত ষোল বছরের পাপ পঙ্কিল জীবন। কি জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে সে গত কালও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। খবরের কাগজে কাগজে তাকে নিয়ে—

লতিকা। বলুক—বলুক—যার যা খুশি বলুক। তবু—তবু তাকে আমি ফিরিয়ে আনবো।

অবনী। না, না তার চাইতে স্বেচ্ছায় সে যখন চলে গেছে যেতে দাও। এতদিন তো জেনেই এসেছো সে মৃত। আজ আজও না হয় সে মৃতই থাক।

শিপ্রা। সন্তানের অপরাধ নেবেন না বাবা। সত্যিকারের রাণুর যদি আজ বাড়িতে স্থান না হয় তাহলে মিথ্যে রাণুই বা কোন অধিকারে এখানে আর থাকবে। আমাকে ও তবে বিদায় দিন বাবা—

অবনী। শিপ্রা—

শিপ্রা। হ্যাঁ বাবা, যত অন্যায় যত অপরাধই সে করে থাকুক না কেন, তবু—তবু সে আপনারই সন্তান। আপনি না তাকে ক্ষমা করলে কে আজ তাকে ক্ষমা করবে বলতে পারেন ?

সেন। Right. you are absolutely right. শিপ্রা দেবী ঠিকই বলেছেন। মিঃ রায়! বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বহ্নির আপনারা সকলে বাইরেটাই বিচার করছেন, কিন্তু যে অসহায় মেয়েটি একদিন শিশু কালে ঘটনা চক্রে দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে ঘটনার ক্রীড়নক মাত্র হয়েছিল তার সত্যিকারের কথা তো আপনি জানেন না—কিন্তু আমি জানি।—

[সহসা ঐ সময় নেপথ্যে 'মা' 'মা' করে উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে বহ্নির হাত ধরে প্রদ্যুৎ ঘরে প্রবেশ করে।]

প্রদ্যুৎ। মা-মা, এই নাও তোমার রাণু।

[লতিকা ছুটে গিয়ে উন্মাদিনীর মত বহ্নিকে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে।]

লতিকা। রাণু—আমার রাণু—

মা! মা গো—

লতিকা। ওগো-দেখো, দেখো-রাণু-আমাদের রাণু।

অবনী। রাণু—

[ছুটে গিয়ে বহ্নি অবনীবাবুর বুকে পড়ে।]

বহ্নি। বাবা।

অবনী। মা!

[ঐ সময় সেন সাহেব ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই প্রদ্যুৎ বলে।]

প্রদ্যুৎ। একি মিঃ সেন, আপনি চলে যাচ্ছেন?

সেন। হ্যাঁ প্রদ্যুৎবাবু!

[বহ্নি এগিয়ে এসে সেনের সামনে দাঁড়ায়।]

বহ্নি। না সেন সাহেব আপনার যাওয়া হতে পারে না।

সেন। পাগলী মেয়ে। পরশুই যে বম্বে থেকে আমাকে জাহাজ ধরতে হবে। খেয়াল আছে, সাড়ে সাতটায় যে বম্বে মেল ছাড়ে। —Good bye my child, Good bye, Good bye Mr. Roy, Good bye প্রদ্যুৎবাবু—

[সেন দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

॥ ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসবে ॥

॥ নাট্যকারের আরো নাটক ॥

ময়ুর মহল

উল্কা

রাত্রিশেষ

মায়ামৃগ

নিশিপদ্ম